#RiseWithRICE

RICE IAS

সাপ্তাহিক প্রত্যাশিত

CURRENT AFFAIRS

for

IAS পরীক্ষা

From

09th to 14th Feb 2026

INDEX

1. **রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা** 1
   - 1.1. লোকসভা স্পিকারের অপসারণ প্রক্রিয়া 1
   - 1.2. বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬ 2
   - 1.3. আইটি (IT) সংশোধনী বিধিমালা, ২০২৬ 4
   - 1.4. জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে শাসনের নতুন কেন্দ্র 6

2. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক** 9
   - 2.1. ভারত-গ্রিস প্রতিরক্ষা সম্পর্ক 9
   - 2.2. ভারত-মালয়েশিয়া সম্পর্ক 11
   - 2.3. যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি (২০২৬) 14

3. **অর্থনীতি** 16
   - 3.1. প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (PMEGP) 16
   - 3.2. ভারতবর্ষে গম চাষ: মাটির প্রয়োজনীয়তা থেকে রপ্তানি নীতি 18
   - 3.3. লিড ব্যাংক স্কিম 20

4. **পরিবেশ এবং ভূগোল** 22
   - 4.1. থোয়াইটস হিমবাহ 22
   - 4.2. অনাবাসী ভারতীয় (NRI) বিনিয়োগ সংস্কার (বাজেট ২০২৬-২৭) 23
   - 4.3. ‘উষ্ণায়মান আর্কটিক বাস্তুসংস্থান: আগ্রাসীবিদেশি উদ্ভিদের আসন্ন সংকট’ 25
   - 4.4. আরাবল্লী সাফারি প্রকল্পে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ 27
   - 4.5. নতুন সিপিআই (CPI) সিরিজের বিশ্লেষণ: ২০১২ থেকে ২০২৪ 29

5. **বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি** 31
   - 5.1. ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা 31
   - 5.2. কিম্বার্লে প্রসেস 32
   - 5.3. HbA1c (গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন) টেস্ট 34
   - 5.4. অণুজীবের সমন্বয়ের বিজ্ঞান বুঝতে পারা 36
   - 5.5. ১১৪টি রাফায়েল এবং P-8I বিমানের জন্য ডিএসি (DAC)-এর অনুমোদন 38

6. **সংস্কৃতি** 40
   - 6.1. নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ 40
   - 6.2. নীলনদ উপত্যকায় ভারতীয় শিলালিপি: লাক্সরেতামিল-ব্রাহ্মী এবং সংস্কৃত লিপি আবিষ্কার 41
   - 6.3. ‘নতুনপ্রোটোকল: জাতীয়সংগীতেরআগে ‘বন্দেমাতরম’ গাওয়া’ 43

***

রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা

1.1. লোকসভা স্পিকারের অপসারণ প্রক্রিয়া

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলগুলো স্পিকার শ্রী ওম বিড়লাকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব (রেজোলিউশন) জমা দিয়েছে। সংসদীয় অচলাবস্থার কয়েকদিন পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, স্পিকার **পক্ষপাতমূলক** আচরণ করেছেন; তিনি বিরোধী দলীয় নেতাকে কথা বলতে বাধা দিয়েছেন এবং মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছেন।

১. সাংবিধানিক বিধান

- **ধারা ৯৪:** এই ধারা অনুযায়ী, লোকসভার তৎকালীন সমস্ত সদস্যের **সংখ্যাগরিষ্ঠতার** ভোটে গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে স্পিকারকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যেতে পারে।
- **ধারা ৯৬:** এই ধারাটি স্পিকারের সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। তবে, যখন তাঁকে অপসারণের কোনো প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তখন তিনি সভায় **সভাপতিত্ব** করতে পারবেন না।

২. পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা

অপসারণ প্রক্রিয়াটি সংবিধান এবং লোকসভার কার্যপ্রণালী বিধি (Rules of Procedure) দ্বারা পরিচালিত হয়:

- **১৪ দিনের অগ্রিম নোটিশ:** অপসারণের প্রস্তাব আনার অন্তত **১৪ দিন আগে** লিখিতভাবে নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে হবে।
- **৫০ জন সদস্যের সমর্থন:** লোকসভার নিয়ম অনুযায়ী, এই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত করার আগে অন্তত **৫০ জন সদস্যের** সমর্থন প্রয়োজন।
- **সুনির্দিষ্ট অভিযোগ:** প্রস্তাবটি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং এতে নিশ্চিত অভিযোগ থাকতে হবে। এতে কোনো অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি বা মানহানিকর বক্তব্য থাকা চলবে না।

৩. ভোটদান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা

- **কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Effective Majority):** এই প্রস্তাবটি লোকসভার তৎকালীন সকল সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পাস হতে হবে। একে প্রযুক্তিগতভাবে **কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা** বলা হয় (অর্থাৎ, লোকসভার মোট আসন সংখ্যা থেকে শূন্য আসনগুলো বাদ দিয়ে যে সংখ্যা থাকে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা)।
- **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়:** এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, স্পিকারকে অপসারণের জন্য **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা** (উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা) যথেষ্ট নয়।

৪. অপসারণ চলাকালীন স্পিকারের অধিকার

- **কথা বলার অধিকার:** যখন অপসারণের প্রস্তাবটি আলোচিত হয়, তখন স্পিকার সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন এবং আলোচনায় **অংশ নিতে পারেন**।
- **ভোট দেওয়ার অধিকার:** এই ধরনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্পিকার **প্রথম দফায়** ভোট দিতে পারেন।
- **কাস্টিং ভোট নেই:** সাধারণ সময়ে ভোট সমান-সমান হলে স্পিকার জয়-পরাজয় নির্ধারণী ভোট (Casting Vote) দেন। কিন্তু নিজের অপসারণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে তিনি কোনো **কাস্টিং ভোট** দিতে পারেন না।
- **সভাপতিত্বে বাধা:** অপসারণের প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন থাকাকালীন তিনি সভার **সভাপতিত্ব** করতে পারবেন না, এমনকি তিনি সভায় উপস্থিত থাকলেও নয়।

৫. সারাংশ সারণী: অপসারণ প্রস্তাবের সময় স্পিকারের মর্যাদা

বৈশিষ্ট্য	অবস্থা/মর্যাদা
সভাপতিত্বের ক্ষমতা	সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন না।
সভায় উপস্থিতি	উপস্থিত থাকতে এবং আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন।
প্রথম দফার ভোট	অনুমোদিত (সাধারণ সদস্য হিসেবে ভোট দিতে পারেন)।
কাস্টিং ভোট	অনুমোদিত নয় (ভোট সমান হলে তা ভাঙতে ভোট দিতে পারবেন না)।
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি	সাধারণত ডেপুটি স্পিকার বা চেয়ারম্যান প্যানেলের কোনো সদস্য।

প্রশ্ন: লোকসভার স্পিকারের প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. স্পিকারকে অপসারণের প্রস্তাব হাউসে গ্রহণ করার জন্য অন্তত ১০০ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন।
2. অপসারণের প্রস্তাবটি হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার (শূন্য পদসহ) সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হতে হবে।
3. যখন তাঁর অপসারণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে, তখন স্পিকার প্রথম দফায় ভোট দিতে পারেন কিন্তু কাস্টিং ভোট দিতে পারেন না।

উপরের কয়টি বিবৃতি সঠিক?

a) মাত্র একটি
b) মাত্র দুটি
c) তিনটিই সঠিক
d) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: a (মাত্র একটি)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** লোকসভার কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী, স্পিকারের অপসারণ প্রস্তাবের জন্য **৫০ জন** সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন, ১০০ জন নয়।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** প্রস্তাবটি তৎকালীন সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা) পাস হতে হবে। "মোট সদস্য সংখ্যা" বা পরম সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Absolute Majority) এবং কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা এক নয়।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** ধারা ৯৬ অনুযায়ী, নিজের অপসারণ প্রস্তাবের সময় স্পিকার প্রথম দফায় ভোট দিতে পারেন কিন্তু কাস্টিং ভোট দিতে পারেন না।

1.2. বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ভারত **বন্ধকী শ্রম বিলোপ দিবস** পালন করেছে, যা বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬-এর ৫০ বছর পূর্তিকে চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি সচেতনতা অভিযান চালালেও বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে যে, আধুনিক ঋণের জালে আটকে থাকা শ্রম এখনও বিদ্যমান। নদীয়ার একটি ইটের ভাটা থেকে একটি পরিবারকে উদ্ধার করা হয়েছে যারা দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে দ্বিতীয় প্রজন্মের বন্ধকী শ্রমে আটকা পড়ে ছিল। এই ঘটনাটি বন্ধকী শ্রমিকদের শনাক্তকরণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুতর ফাঁকফোকরগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬ সম্পর্কে

সংবিধানের **২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ** বা আর্টিকেল অনুযায়ী—যা 'বেগার' (বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম) এবং অন্যান্য ধরণের জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করে—সেই অধিকারকে কার্যকর করতেই এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

১. সাংবিধানিক ভিত্তি

- **২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ:** এটি স্পষ্টভাবে মানুষ পাচার, **বেগার** (বিনা বেতনে জোরপূর্বক শ্রম) এবং অন্যান্য অনুরূপ জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করে।
- **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ:** সুপ্রিম কোর্ট 'জীবনের অধিকার'-কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যাতে **মানবিক মর্যাদা** নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। বন্ধকী শ্রম এই মর্যাদাকে মৌলিকভাবে লঙ্ঘন করে।
- **নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles):** সংবিধানের **৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ** (কাজের মানবিক পরিবেশ) এবং **৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদ** (তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের শোষণ থেকে সুরক্ষা) এই আইনের পথপ্রদর্শক নীতি হিসেবে কাজ করে।

২. মূল সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য

- **বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা:** এটি হলো জোরপূর্বক বা আংশিক জোরপূর্বক শ্রমের একটি ব্যবস্থা, যেখানে একজন ঋণগ্রহীতা অগ্রিম টাকা নেওয়া, সামাজিক প্রথাগত বাধ্যবাধকতা বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঋণের বিনিময়ে ঋণদাতার সাথে শ্রম দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হন।
- **ঋণ থেকে স্বয়ংক্রিয় মুক্তি:** এই আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি বন্ধকী শ্রমিক সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং তাদের সমস্ত **বন্ধকী ঋণ বিলুপ্ত** বলে গণ্য হয়।
- **সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া:** জামানত হিসেবে ঋণদাতার কাছে থাকা বন্ধকী শ্রমিকের যে কোনো সম্পত্তি অবশ্যই তাকে **ফিরিয়ে দিতে হবে**।
- **শাস্তি:** যারা কোনো ব্যক্তিকে বন্ধকী শ্রম দিতে বাধ্য করে বা বন্ধকী ঋণ দেয়, এই আইনে তাদের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রয়েছে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **নজরদারি কমিটি (Vigilance Committees):** এই আইনের অধীনে **জেলা** এবং **মহকুমা** স্তরে নজরদারি কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক।
- এই কমিটিতে জেলা বা মহকুমা শাসক, তফসিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত ব্যক্তি, সমাজকর্মী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা থাকেন।
- তাদের কাজ হলো আইন বাস্তবায়নে ম্যাজিস্ট্রেটকে পরামর্শ দেওয়া এবং মুক্ত হওয়া শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক **পুনর্বাসনের** ব্যবস্থা করা।
- **নির্বাহী ক্ষমতা:** বন্ধকী শ্রমিকদের শনাক্তকরণ, মুক্তি এবং পুনর্বাসনের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হলেন **জেলা শাসক (DM)**।

৪. পুনর্বাসন কাঠামো

- **কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রকল্প (Central Sector Scheme):** এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- **প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ:** ১ লক্ষ টাকা পাওয়ার যোগ্য।
- **বিশেষ বিভাগ:** নারী, শিশু এবং ট্রান্সজেন্ডাররা ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উচ্চতর সহায়তা পাওয়ার যোগ্য।
- **মুক্তি সনদ (Release Certificate):** জেলা শাসক কর্তৃক ইস্যু করা এই দলিলটি হলো ভুক্তভোগীর আইনি প্রমাণ, যা দিয়ে তিনি সরকারি সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারেন এবং পাওনাদারদের হাত থেকে সুরক্ষা পান।

প্রশ্ন: বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬-এর প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই আইনের অধীনে বন্ধকী ঋণ বিলুপ্ত হয় না, বরং এটি একটি আনুষ্ঠানিক ঋণে রূপান্তরিত হয় যা গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়।
2. এই আইনের অধীনে অপরাধের বিচারের জন্য জেলা শাসককে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে।
3. জেলা স্তরের নজরদারি কমিটিতে অবশ্যই তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির প্রতিনিধি থাকতে হবে।

উপরের কয়টি বিবৃতি সঠিক?

a) মাত্র একটি

b) মাত্র দুটি

c) তিনটিই সঠিক

d) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (a) (মাত্র দুটি)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** আইনটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে এটি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত বন্ধকী ঋণ **বিলুপ্ত** হয়ে যায় এবং এই ঋণ আদায়ের জন্য কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যাবে না।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** রাজ্য সরকার এই আইনের অপরাধ বিচারের জন্য জেলা শাসককে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির **জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের** ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** নজরদারি কমিটির গঠনে বিশেষভাবে জেলায় বসবাসকারী তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

1.3. আইটি (IT) সংশোধনী বিধিমালা, ২০২৬

প্রেক্ষাপট:

সম্প্রতি, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (MeitY) **আইটি (সংশোধনী) বিধিমালা, ২০২৬** বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করেছে। এই বিধিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) দ্বারা তৈরি ছবি বা ভিডিও (যা দেখতে একদম বাস্তবের মতো, অর্থাৎ **ডিপফেক**) স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা (Labeling), যাতে কৃত্রিম বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তার রোধ করা যায় এবং ডিজিটাল দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

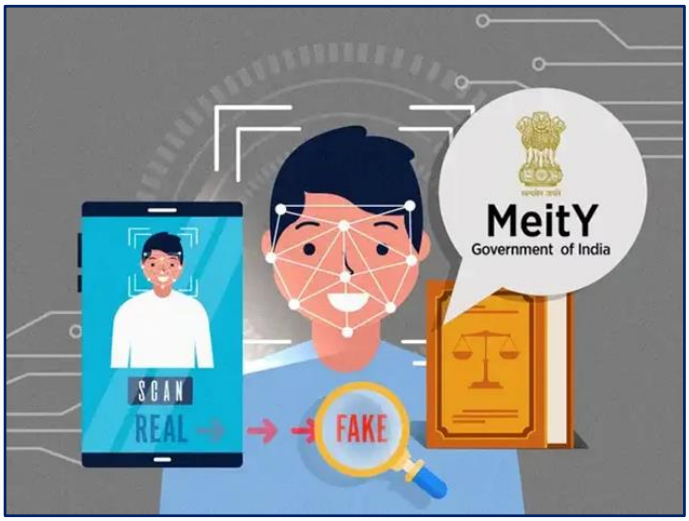

আইটি সংশোধনী বিধিমালা, ২০২৬-এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. সিন্থেটিকালি জেনারেটেড ইনফরমেশন (SGI)-এর সংজ্ঞা:

- **পরিধি:** এআই (AI) বা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে তৈরি বা পরিবর্তন করা অডিও, ভিজ্যুয়াল বা অডিও-ভিজ্যুয়াল তথ্য এর অন্তর্ভুক্ত।
- **মানদণ্ড:** এমন তথ্য যা একজন সাধারণ মানুষের কাছে সত্য বা আসল বলে মনে হতে পারে এবং যা প্রকৃত ঘটনা বা ব্যক্তির থেকে আলাদা করা কঠিন।

২. **বাধ্যতামূলক লেবেলিং এবং মেটাডেটা:**

- **স্পষ্ট লেবেল** (Prominent Labels): অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে এআই-দ্বারা তৈরি কন্টেন্টগুলোতে স্পষ্টভাবে "Synthetic" বা "AI-generated" লেখা রয়েছে।
- **উৎসের প্রমাণ** (Provenance): কন্টেন্টের উৎস শনাক্ত করতে এবং শনাক্তকারী চিহ্নগুলো যাতে মুছে ফেলা না যায়, সেজন্য স্থায়ী **মেটাডেটা** বা **ডিজিটাল ওয়াটারমার্ক** যুক্ত করতে হবে।

৩. **মধ্যস্থতাকারী প্ল্যাটফর্মের** (Intermediary) **বাধ্যবাধকতা:**

- **ব্যবহারকারীর ঘোষণা:** ব্যবহারকারীরা যদি কোনো এআই-জেনারেটেড কন্টেন্ট পোস্ট করেন, তবে তা নিজে থেকে প্রকাশ বা ডিক্লেয়ার করার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলোকে একটি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- **যাচাইকরণ:** ব্যবহারকারী ঘোষণা করতে ব্যর্থ হলে, সেই কৃত্রিম কন্টেন্ট শনাক্ত ও যাচাই করার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলোকে **অটোমেটেড টুলস** বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৪. **কঠোর কমপ্লায়েন্স বা মান্যতা সময়সীমা:**

কন্টেন্টের ধরন	পূর্ববর্তী সময়সীমা	নতুন ২০২৬ সময়সীমা
অবৈধ/বেআইনি কন্টেন্ট	৩৬ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা
ডিপফেক/অসম্মতিমূলক ছবি (NCII)	২৪ ঘণ্টা	**২ ঘণ্টা**
অভিযোগ প্রতিকার (Grievance Redressal)	১৫ দিন	৭ দিন

৫. **সেফ হারবার এবং আইনি দায়বদ্ধতা** (Safe Harbour & Legal Liability):

- প্ল্যাটফর্মগুলো আইটি আইনের **৭৯ ধারার** অধীনে আইনি সুরক্ষা বা **সেফ হারবার** তখনই পাবে, যদি তারা এই বিধিমালাগুলো সঠিকভাবে পালন করে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেবেল করতে বা কন্টেন্ট সরাতে ব্যর্থ হলে প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের আইনি রক্ষাকবচ হারাবে, ফলে ব্যবহারকারীর পোস্ট করা কন্টেন্টের জন্য প্ল্যাটফর্মটি সরাসরি আইনিভাবে দায়ী থাকবে।

৬. **গুরুত্বপূর্ণ ছাড়:**

- **সাধারণ এডিটিং:** স্মার্টফোনে স্বয়ংক্রিয় প্রসেসিং (যেমন: কালার ব্যালেন্স, নয়েজ রিডাকশন)।
- **অ্যাক্সেসিবিলিটি:** স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ বা সার্চ-অপ্টিমাইজেশন ট্যাগ।
- **সদিচ্ছামূলক ব্যবহার** (Good-Faith Use): একাডেমিক গবেষণা এবং কাল্পনিক খসড়া যা বাস্তবতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে না।

Q: আইটি (IT) সংশোধনী বিধিমালা ২০২৬-এর প্রেক্ষাপটে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই বিধিমালা অনুযায়ী সিন্থেটিকালি জেনারেটেড ইনফরমেশন (SGI) হলো এমন যেকোনো ডিজিটাল বিষয়বস্তু (content), যা দেখতে আসল মনে হলেও আসলে অ্যালগরিদমের সাহায্যে তৈরি।
2. নতুন নিয়ম অনুসারে, কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশ পাওয়ার ৩ ঘণ্টার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী প্ল্যাটফর্মগুলোকে অবৈধ এআই (AI) কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলতে হবে।
3. স্মার্টফোন ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় কালার কারেকশন-কে কঠোরভাবে SGI হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে "AI-generated" লেবেল লাগানো প্রয়োজন।

ওপরের দেওয়া বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

A) শুধুমাত্র 1 এবং 2

B) শুধুমাত্র 2 এবং 3

C) শুধুমাত্র 1

D) 1, 2 এবং 3

সঠিক

উত্তর: A

সমাধানের ব্যাখ্যা:

বিবৃতি 1 সঠিক: SGI-এর আইনি সংজ্ঞা হলো এমন তথ্য যা অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তৈরি বা পরিবর্তিত এবং যা একজন সাধারণ মানুষের কাছে বাস্তব বলে ভ্রম হতে পারে।

বিবৃতি 2 সঠিক: ২০২৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধ কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলার সময়সীমা ৩৬ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে মাত্র ৩ ঘণ্টা করা হয়েছে।

বিবৃতি 3 ভুল: স্মার্টফোনের সাধারণ ডিজিটাল উন্নয়ন যেমন কালার কারেকশন বা নয়েজ রিডাকশন-কে এই বাধ্যতামূলক লেবেলিংয়ের আওতা থেকে ছাড় (Exempted) দেওয়া হয়েছে।

1.4. জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে শাসনের নতুন কেন্দ্র

প্রেক্ষাপট

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি **'সেবা তীর্থ'** নামে নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (PMO) এবং কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের **'কর্তব্য ভবন'** নামে দুটি ভবনের উদ্বোধন করেছেন। এই স্থাপনাগুলি ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য (যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ব্লক) সরিয়ে স্বাধীন ভারতের আকাঙ্ক্ষা এবং একটি 'বিকশিত ভারত'-এর প্রতিফলন ঘটানোর বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।

১. স্থাপত্য উপাদান (শিল্প ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক)

ভবনগুলিতে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্থাপত্যের শৈলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

- **উপাদান:** ভবনগুলোতে সাদা এবং লাল বেলেপাথর ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভারতের ঐতিহাসিক নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যের উপাদান ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- **স্তূপের প্রভাব:** এর ধাতু-আবৃত গম্বুজগুলি বৌদ্ধ স্তূপ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যা আধুনিক অলঙ্করণ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।
- **মন্দির স্থাপত্য (প্রবেশদ্বার):** প্রবেশদ্বারটি একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর চালুক্য মন্দিরের পাথরের জালি কাজ (screen-work) থেকে অনুপ্রাণিত।
- **মন্দির স্থাপত্য (প্লিন্থ/ভিত্তি):** খোদাই করা পাথরের প্লিন্থ ব্যান্ডটি দ্বাদশ শতাব্দীর **চেন্নাকেশভ মন্দিরের** ভিত্তি নকশা থেকে অনুপ্রাণিত।

২. শাসন ও নীতিগত মাইলফলক

উদ্বোধন উপলক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং স্মারক আইটেম প্রকাশ করা হয়েছে:

- **PM RAHAT স্কিম:** প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন, যা দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদহীন (cashless) চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করে।

- **লাখপতি দিদি (Lakhpati Didis):** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করে ৬ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে।
- **কৃষি পরিকাঠামো তহবিল (Agriculture Infrastructure Fund):** এই তহবিলের লক্ষ্যমাত্রা দ্বিগুণ করে ২ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- **স্মারক আইটেম:** এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাকটিকিট এবং মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছে।

চেন্নাকেশভ মন্দির সম্পর্কিত মূল তথ্য

- **নির্মাণের নির্দেশক:** হোয়সালা রাজবংশের **রাজা বিষ্ণুবর্ধন**।
- **সময়কাল:** ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে **তালাকাডের যুদ্ধে** চোলদের ওপর তাঁর বিজয় স্মরণে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল।
- **অবস্থান:** কর্ণাটকের হাসান জেলার বেলুরে, **ইয়াগাছি নদীর** তীরে অবস্থিত।
- **আরাধ্যা দেবতা:** ভগবান বিষ্ণু (চেন্নাকেশভ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'সুন্দর কেশব')।
- **স্থাপত্য শৈলী:** মন্দিরটি **ভেসারা শৈলীর** (নাগারা এবং দ্রাবিড় শৈলীর মিশ্রণ) একটি মাস্টারপিস, যার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
  - **উপাদান:** এটি **সোপস্টোন (ক্লোরিটিক শিস্ট)** ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এটি খনি থেকে তোলার সময় নরম থাকে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল খোদাই কাজের সুযোগ করে দেয়।
  - **তারকাকার পরিকল্পনা (Stellate Plan):** প্রধান মন্দিরটি একটি তারকা আকৃতির উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর নির্মিত, যাকে **'জগতি'** বলা হয়।
  - **শিখর:** মজার ব্যাপার হলো, মূল টাওয়ার বা শিখরটি বর্তমানে নেই, যার ফলে মন্দিরটিকে এখন উপর থেকে সমতল দেখায়।

ইউনেস্কো (UNESCO) মর্যাদা

২০২৩ সালে, এটি **'হোয়সালাদের পবিত্র এনসেম্বল'** (Sacred Ensembles of the Hoysalas)-এর অংশ হিসেবে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এই এনসেম্বলে আরও দুটি মন্দির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

1. **হোয়সালেশ্বর মন্দির** (হালেবিড়ু)
2. **কেশব মন্দির** (সোমনাথপুরা)

প্রশ্ন: কর্ণাটক রাজ্যের হাসান জেলার কাছে অবস্থিত চেন্নাকেশভ মন্দির (Chennakeshava Temple) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

I. এটি একটি আইকনিক স্মৃতিস্তম্ভ এবং ২০২৩ সালে 'হোয়সালাদের পবিত্র এনসেম্বল'-এর অংশ হিসেবে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

II. এটি ভারতে নির্মিত একমাত্র বৃত্তাকার মন্দির।

III. এর নকশা থেকে একটি জনপ্রিয় বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে যে, এটিই প্রধানমন্ত্রীর নতুন কার্যালয় 'সেবা তীর্থ'-এর অনুপ্রেরণা ছিল।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) শুধুমাত্র I এবং II

(b) শুধুমাত্র II এবং III

(c) শুধুমাত্র I এবং III

(d) I, II এবং III

উত্তর: (c)

ব্যাখ্যা:

বিবৃতি I সঠিক: বেলুরের চেন্নাকেশভ মন্দির (হাসান জেলা) প্রকৃতপক্ষে একটি আইকনিক নিদর্শন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, 'হোয়সালাদের পবিত্র এনসেম্বল' (যার মধ্যে বেলুর, হালেবিড়ু এবং সোমনাথপুরার মন্দিরগুলো অন্তর্ভুক্ত) আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

বিবৃতি II ভুল: চেন্নাকেশভ মন্দির কোনও বৃত্তাকার মন্দির নয়; এটি তার তারকাকার (Stellate/Star-shaped) ভূমি পরিকল্পনার জন্য বিখ্যাত, যা হোয়সালা স্থাপত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তদুপরি, এটি ভারতের 'একমাত্র' বৃত্তাকার মন্দির তো নয়ই (অন্যান্য বৃত্তাকার মন্দিরের উদাহরণ হলো মিতাবলি বা হীরাপুরের চৌসাঠ যোগিনী মন্দির)।

বিবৃতি III সঠিক: নিবন্ধ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর নতুন কার্যালয় 'সেবা তীর্থ'-এ এই মন্দিরের নকশার উপাদানগুলো স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে, নতুন কমপ্লেক্সের খোদাই করা পাথরের 'প্লিন্থ ব্যান্ড' (Plinth band) দ্বাদশ শতাব্দীর চেন্নাকেশভ মন্দিরের বেস মোল্ডিং বা ভিত্তি নকশা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.1. ভারত-গ্রিস প্রতিরক্ষা সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, ভারতের কেন্দ্রীয় **প্রতিরক্ষামন্ত্রী** রাজনাথ সিং, গ্রিসের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিকোস ডেনডিয়াসের সাথে নয়াদিল্লির মানেকশ সেন্টারে একটি উচ্চ-পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন।

১. কৌশলগত সম্পর্কের বিবর্তন

- **১৯৯৮ সালের সমঝোতা স্মারক (MoU):** দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পোখরান-২ পারমাণবিক পরীক্ষার পর ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
- **কৌশলগত অংশীদারিত্ব (২০২৩):** ২০২৩ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এথেন্স সফরের সময় এই সম্পর্ককে **কৌশলগত অংশীদারিত্বে** উন্নীত করা হয়, যেখানে নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- **ইউরোপের প্রবেশদ্বার:** গ্রিসকে বর্তমানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের প্রধান কৌশলগত ভিত্তি এবং **ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর** (IMEC)-এর প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২. যৌথ সামরিক মহড়া এবং আন্তঃক্রিয়াশীলতা

বিমান বাহিনী সহযোগিতা:

- **ইনিওখোস (Exercise INIOCHOS) মহড়া:** গ্রিসের আন্দ্রাভিদা বিমান ঘাঁটিতে হেলেনিক বিমান বাহিনী আয়োজিত এই বহুজাতিক মহড়ায় ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।
- **তরঙ্গ শক্তি মহড়া (২০২৪):** গ্রিস তাদের F-16 যুদ্ধবিমান নিয়ে ভারতের বৃহত্তম বহুজাতিক বিমান মহড়ায় অংশ নিয়েছিল, যা দুই দেশের সামরিক সমন্বয়ে একটি বড় অগ্রগতি।

নৌবাহিনী সহযোগিতা:

- **প্রথম সামুদ্রিক মহড়া (২০২৫):** ভারতীয় নৌবাহিনী (আইএনএস ত্রিকান্দ) এবং হেলেনিক নৌবাহিনী সালামিস নৌ ঘাঁটির কাছে ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রথম দ্বিপাক্ষিক মহড়া পরিচালনা করে।
- **বন্দর পরিদর্শন:** ক্রেট দ্বীপের **সুদা বে** (Souda Bay), যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ন্যাটো (NATO) নৌ ঘাঁটি, সেখানে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন সামুদ্রিক লজিস্টিক সহযোগিতার গভীরতাকে প্রমাণ করে।

থলবাহিনী সহযোগিতা:

- **যৌথ সার্ভিস স্টাফ টক:** দীর্ঘমেয়াদী সামরিক যোগাযোগ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমন্বয় করার জন্য ২০২৬ সালের শুরুতে এই প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে।

৩. প্রতিরক্ষা-শিল্প এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা

- **যৌথ উদ্যোগ:** উভয় দেশ **ড্রোন প্রযুক্তি**, **সাইবার নিরাপত্তা** এবং **জাহাজ নির্মাণ** শিল্পে সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।
- **রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত:** গ্রিসের বিমান বহরের রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা ভারত প্রদান করতে পারে কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে, কারণ উভয় দেশের কিছু বিমান প্ল্যাটফর্মে মিল রয়েছে।
- **উদ্ভাবন:** MCP-2026 চুক্তিতে "বিশেষ অভিযান" (Special Operations) এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন কেন্দ্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৪. কৌশলগত এবং বহুপাক্ষিক সারিবদ্ধতা

- **সামুদ্রিক নিরাপত্তা:** উভয় দেশই একটি "মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক" অঞ্চল এবং ভূমধ্যসাগরে নিয়ম-ভিত্তিক ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছে, যা কঠোরভাবে UNCLOS (সমুদ্র আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন) মেনে চলে।
- **পারস্পরিক স্বার্থ:** গ্রিস ধারাবাহিকভাবে **কাশ্মীর ইস্যুতে** এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবিকে সমর্থন করে আসছে। অন্যদিকে, ভারত **সাইপ্রাস ইস্যুতে** গ্রিসকে সমর্থন করে।
- **সন্ত্রাসবাদ দমন:** ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আন্তঃদেশীয় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলিকে লক্ষ্য করে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৫. গ্রিস – মানচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- এটি **দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে**, ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত।
- এটি **তিনটি সমুদ্র** দ্বারা বেষ্টিত:
  - এজিয়ান সাগর (পূর্বে)
  - আয়নীয় সাগর (পশ্চিমে)
  - ভূমধ্যসাগর (দক্ষিণে)
- **সীমানা:**
  - উত্তর – আলবেনিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া
  - পূর্ব – **তুরস্ক**
- **গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী:**
  - দারদানেলস (এজিয়ান সাগরকে মারমারা সাগরের সাথে যুক্ত করে)
  - বসফরাস (মারমারা সাগরকে কৃষ্ণ সাগরের সাথে যুক্ত করে)
  - (একত্রে এগুলিকে তুর্কি প্রণালী বলা হয় – যা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)
- **প্রধান দ্বীপপুঞ্জ:**
  - **ক্রেট** – বৃহত্তম দ্বীপ (সবচেয়ে দক্ষিণে অবস্থিত)
  - রোডস – তুরস্কের কাছে অবস্থিত

- সাইক্লেডস এবং ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ (এজিয়ান সাগরে)
- **উপদ্বীপ:**
- পেলোপোনিস – যা করিন্থ খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন।
- **কৌশলগত গুরুত্ব:**
- কৃষ্ণ সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য পথের প্রবেশদ্বার।
- ন্যাটো (NATO) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) সদস্য।

প্রশ্ন: ভারত ও গ্রিসের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. ভারতীয় নৌবাহিনী এবং হেলেনিক নৌবাহিনীর মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক মহড়া ২০২৫ সালে ভূমধ্যসাগরে পরিচালিত হয়েছিল।
2. গ্রিস আন্তর্জাতিক সৌর জোটের (ISA) একজন স্বাক্ষরকারী এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ সমর্থন করে।
3. 'এক্সারসাইজ ইনিওখোস' (Exercise INIOCHOS) হলো ভারত ও গ্রিসের বিশেষ বাহিনীর মধ্যে প্রতি বছর পরিচালিত একটি দ্বিপাক্ষিক থলবাহিনী মহড়া।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

a) কেবল 1 এবং 2

b) কেবল 2 এবং 3

c) কেবল 1 এবং 3

d) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: (a) (1 এবং 2)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 সঠিক:** সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ, ভারতীয় নৌবাহিনী (INS Trikand) এবং হেলেনিক নৌবাহিনী সফলভাবে ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রথম দ্বিপাক্ষিক নৌ মহড়া সম্পন্ন করেছে।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** গ্রিস আইএসএ (ISA) কাঠামো অনুমোদন করেছে এবং ধারাবাহিকভাবে ভারতের প্রধান পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যগুলোকে (নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার এবং কাশ্মীর ইস্যু) সমর্থন করে।
- **বিবৃতি 3 ভুল:** 'এক্সারসাইজ ইনিওখোস' গ্রিস দ্বারা আয়োজিত একটি **বহুজাতিক বিমান বাহিনী মহড়া**, এটি দ্বিপাক্ষিক থলবাহিনী মহড়া নয়। ভারত এতে Su-30 MKI যুদ্ধবিমান নিয়ে অংশ নিয়েছিল।

2.2. ভারত-মালয়েশিয়া সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালয়েশিয়ায় দুই দিনের (৭-৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) একটি উচ্চ-পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করেছেন, যা ছিল এ বছরের তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। এই সফর চলাকালীন, ভারত ও মালয়েশিয়া তাদের Comprehensive Strategic Partnership (CSP) বা 'বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্ব' (যা ২০২৪ সালের আগস্টে উন্নীত করা হয়েছিল) পুনর্নিশ্চিত করেছে। সেমিকন্ডাক্টর, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ১১টি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সফরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দুই দেশের

মধ্যে **নিজস্ব মুদ্রায়** (ভারতীয় রুপি এবং মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত) বাণিজ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত এবং সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ ব্যবস্থার সুরক্ষায় একটি কাঠামো তৈরি করা।

১. রাজনৈতিক ও কৌশলগত কাঠামো

- **বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্ব (CSP):** ২০২৪ সালে এটিকে "বর্ধিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব" থেকে উন্নীত করা হয়, যার মূল লক্ষ্য উচ্চ-প্রযুক্তি খাত এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা।
- **আসিয়ান (ASEAN)-এর কেন্দ্রীয়তা:** মালয়েশিয়া আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ২০২৫ সালে তারা **আসিয়ান সভাপতিত্ব** করবে। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' (Act East Policy)-র জন্য মালয়েশিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।
- **বৈশ্বিক মঞ্চ:** উভয় দেশ জাতিসংঘ (UN), পূর্ব এশিয়া সম্মেলন (EAS) এবং ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনে (IORA) একে অপরকে সহযোগিতা করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, মালয়েশিয়া সংস্কারকৃত **নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC)** ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে।

২. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

- **বাণিজ্যের পরিমাণ:** আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া ভারতের **তৃতীয় বৃহত্তম** বাণিজ্যিক অংশীদার। ২০২৪-২৫ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯.৮৬ বিলিয়ন ডলার।
- **বাণিজ্য চুক্তি:** দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক MICECA এবং AITIGA চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বাণিজ্যের ঘাটতি কমাতে বর্তমানে AITIGA চুক্তিটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- **নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন:** মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে উভয় দেশ **ভারতীয় রুপি (INR)** এবং **রিঙ্গিত (Ringgit)**-এ বাণিজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা চালু করেছে।
- **পাম অয়েল:** ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ভোজ্য তেল আমদানিকারক দেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি মালয়েশিয়া হলো ভারতের পাম অয়েল আমদানির প্রধান উৎস।

৩. প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সহযোগিতা

- **সেমিকন্ডাক্টর:** মালয়েশিয়া বিশ্বের **ষষ্ঠ বৃহত্তম** সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানিকারক। নতুন সমঝোতা স্মারকটি (MoU) গবেষণা, উন্নয়ন এবং অ্যাসেম্বলিংয়ের ওপর জোর দিয়েছে, যেখানে **টাটা ইলেকট্রনিক্স**-এর মতো বড় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে।
- **ডিজিটাল পেমেন্ট:** স্বল্প খরচে আন্তঃদেশীয় টাকা লেনদেনের সুবিধার্থে ভারতের UPI এবং মালয়েশিয়ার PayNet-কে যুক্ত করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- **জ্বালানি:** পেট্রোনাস (PETRONAS) এবং জেনটারি (Gentari)-এর মতো কোম্পানিগুলো **গ্রিন হাইড্রোজেন** এবং **গ্রিন অ্যামোনিয়া** তৈরির ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করছে।

৪. প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা

- **সামরিক মহড়া:**
  - **হরিমৌ শক্তি (Harimau Shakti):** এটি একটি দ্বিপাক্ষিক যৌথ থলবাহিনী মহড়া (৫ম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২৫-এ রাজস্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে)।
  - **সমুদ্র লক্ষ্মণ (Samudra Laksamana):** এটি একটি দ্বিপাক্ষিক নৌবাহিনী মহড়া।
- **কৌশলগত মঞ্চ:** উভয় দেশ ADMM-Plus-এর মাধ্যমে এবং ২০২৪-২০২৭ মেয়াদের জন্য 'সন্ত্রাসবাদ দমন ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর সহ-সভাপতি হিসেবে কাজ করছে।
- **প্রতিরক্ষা শিল্প:** মালয়েশিয়ার Su-30 যুদ্ধবিমান বহরের রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়ু বাড়ানোর জন্য ভারত সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

৫. সাংস্কৃতিক এবং প্রবাসী সম্পর্ক

- **জীবন্ত সেতুবন্ধন:** মালয়েশিয়ায় বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** ভারতীয় প্রবাসী (প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ, যাদের অধিকাংশই তামিল বংশোদ্ভূত) বসবাস করেন।

- **প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র:** মালায়া বিশ্ববিদ্যালয়ে **'তিরুভল্লুভার চেয়ার'** স্থাপন এবং সাবাহ-তে (Sabah) একটি নতুন **ভারতীয় কনস্যুলেট জেনারেল** খোলার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৬. মালয়েশিয়া: মানচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

- এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিষুবরেখার কাছে অবস্থিত।
- এটি দুটি অংশে বিভক্ত: **পেনিনসুলার (উপদ্বীপ) মালয়েশিয়া** এবং **পূর্ব মালয়েশিয়া** (বোর্নিও দ্বীপে), যা দক্ষিণ চীন সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন।
- এর পশ্চিমে **মালাক্কা প্রণালী** অবস্থিত, যা বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ।
- **প্রতিবেশী দেশসমূহ:**
  - থাইল্যান্ড (উত্তরে, স্থলপথ)
  - সিঙ্গাপুর (দক্ষিণে, প্রণালীর ওপারে)
  - ইন্দোনেশিয়া (সামুদ্রিক এবং বোর্নিওতে স্থল সীমান্ত)
  - ব্রুনাই (বোর্নিওতে মালয়েশিয়া দ্বারা বেষ্টিত)
  - ফিলিপাইন (উত্তর-পূর্বে, সামুদ্রিক)
- **আশেপাশের সাগর:** দক্ষিণ চীন সাগর, সুলু সাগর এবং সেলেবেস সাগর।
- **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ:** মাউন্ট কিনাবালু।
- **রাজধানী:** কুয়ালালামপুর। **প্রশাসনিক রাজধানী:** পুত্রজায়া।

প্রশ্ন: ভারত-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. মালয়েশিয়া বর্তমানে আসিয়ানের সমস্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার।
2. দুই দেশ তাদের নিজস্ব মুদ্রায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করতে সম্মত হয়েছে।
3. 'হরিমৌ শক্তি মহড়া' (Exercise Harimau Shakti) হলো দুই দেশের মধ্যে প্রতি বছর পরিচালিত একটি দ্বিপাক্ষিক নৌ মহড়া।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

a) কেবল 1 এবং 2

b) কেবল 2

c) কেবল 2 এবং 3

d) 1, 2 এবং 3

সমাধান: খ

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** আসিয়ানে মালয়েশিয়া ভারতের **৩য় বৃহত্তম** বাণিজ্যিক অংশীদার; সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়া সাধারণত বাণিজ্যের পরিমাণে শীর্ষে থাকে।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** ২০২৪-২০২৬ সালে উভয় দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় রুপি এবং মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতে বাণিজ্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- **বিবৃতি 3 ভুল:** 'হরিমৌ শক্তি মহড়া' একটি দ্বিপাক্ষিক **সেনাবাহিনী বা থলবাহিনী** মহড়া, নৌ মহড়া নয়। নৌ মহড়াটির নাম হলো 'সমুদ্র লক্ষ্মণ'।

2.3. যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি (২০২৬)

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, **৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ একটি যুগান্তকারী **পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (Agreement on Reciprocal Trade)** চূড়ান্ত করেছে। এই চুক্তিটি ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য কাঠামোর আদলেই করা হয়েছে। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় ওয়াশিংটনের বাণিজ্য নীতিতে একটি বড় পরিবর্তন নির্দেশ করে, যা বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতামূলক **শুল্ক সুবিধা (Tariff Advantages)** প্রদানের মাধ্যমে ভারতের রপ্তানি বাজারের ওপর সরাসরি **প্রভাব** ফেলবে।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি (২০২৬)-এর প্রধান দিকগুলো

১. শুল্ক কাঠামো এবং পারস্পরিক হার

- **সাধারণ হ্রাস:** যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর পারস্পরিক শুল্ক কমিয়ে **১৯%** করেছে (যা আগে ছিল **২০%** এবং মূল হার ছিল ৩৭%)।
- **ভারতের সাথে তুলনা:** ভারত সাম্প্রতিক চুক্তিতে **১৮%** সাধারণ শুল্ক হার পেলেও, বাংলাদেশের এই চুক্তিতে এমন কিছু বিশেষ সুবিধা বা **"কার্ভ-আউটস"** রয়েছে যা নির্দিষ্ট কিছু খাতে বাংলাদেশকে আরও বেশি সুবিধা দিতে পারে।

২. তৈরি পোশাকের জন্য "শূন্য-শুল্ক" ধারা

- **কাঁচামাল ভিত্তিক সুবিধা:** বাংলাদেশ যদি **যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তুলা** বা **কৃত্রিম তন্তু** ব্যবহার করে তৈরি পোশাক (RMG) প্রস্তুত করে, তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ পোশাকের জন্য যুক্তরাষ্ট্র **শুল্কমুক্ত সুবিধা (Zero-duty access)** প্রদান করবে।
- **কৌশলগত পরিবর্তন:** এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে তাদের কাঁচামাল আমদানির উৎস ভারত (যা ঐতিহ্যগতভাবে সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী) থেকে সরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে নিয়ে আসা।

৩. মার্কিন পণ্যের জন্য বাজার সুবিধা

- **কৃষি খাতের অঙ্গীকার:** বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় **৩.৫ বিলিয়ন ডলার** মূল্যের কৃষি পণ্য ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে গম, সয়া, ভুট্টা এবং বিশেষ করে তুলা অন্তর্ভুক্ত।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ আগামী ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে **১৫ বিলিয়ন ডলার** মূল্যের জ্বালানি পণ্য **সংগ্রহ** করবে।
- **শিল্পজাত পণ্য:** বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক, চিকিৎসা সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে এবং **মার্কিন এফডিএ (US FDA)** মানদণ্ড ও মোটরযানের নিরাপত্তা নির্গমন মানকে স্বীকৃতি দেবে।

৪. নিয়ন্ত্রণমূলক এবং শ্রম সংস্কার

- **শ্রমিক অধিকার:** বাংলাদেশ শ্রম আইন আধুনিকীকরণ, সংগঠনের স্বাধীনতা বৃদ্ধি এবং জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি **১১-দফার এজেন্ডা** বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে আবার **জিএসপি (GSP)** সুবিধা ফিরে পাওয়া।
- **ডিজিটাল বাণিজ্য:** এই চুক্তিটি আন্তঃসীমান্ত তথ্য বা ডেটা আদান-প্রদান নিশ্চিত করে এবং ইলেকট্রনিক লেনদেনের ওপর শুল্ক না বসানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

৫. ভারতের ওপর প্রভাব

- **পোশাক খাতে প্রতিযোগিতা:** ভারতের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা একটি **"কাঠামোগত অসুবিধার"** সম্মুখীন হতে পারেন, কারণ মার্কিন বাজারে ভারত ও বাংলাদেশের পণ্যের মধ্যে শুল্ক ব্যবধান এখন প্রায় নেই বললেই চলে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে।

- **তুলা রপ্তানি:** ২০২৪ সালে ভারত বাংলাদেশে প্রায় **১.৬ বিলিয়ন ডলারের** সুতা রপ্তানি করেছিল। বাংলাদেশ এখন শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দিকে ঝুঁকে পড়ায় ভারতের তুলার চাহিদা কমে যেতে পারে।
- **ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য:** এই চুক্তিটি ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে।

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (২০২৬) প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সমস্ত টেক্সটাইল রপ্তানির জন্য সর্বজনীন শূন্য-শুল্ক সুবিধা প্রদান করে।
2. বাংলাদেশ ১৫ বছর মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
3. চুক্তির অধীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে বাংলাদেশি উৎপাদকদের অবশ্যই মার্কিন বংশোদ্ভূত কাঁচামাল যেমন তুলা ব্যবহার করতে হবে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক?

A) শুধুমাত্র 1 এবং 2

B) শুধুমাত্র 2 এবং 3

C) শুধুমাত্র 1 এবং 3

D) 1, 2 এবং 3

সমাধান: B

- **বিবৃতি 1 ভুল:** শূন্য-শুল্ক সুবিধাটি সবার জন্য বা সব পণ্যের জন্য নয়; এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের (কোটা) জন্য এবং এতে মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহারের **শর্ত** রয়েছে।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** চুক্তিতে স্পষ্টভাবে প্রায় **১৫ বিলিয়ন ডলারের** দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** এই চুক্তিতে এমন একটি "পারস্পরিক" প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে যেখানে পোশাকের শুল্কমুক্ত সুবিধা সরাসরি উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত মার্কিন কাঁচামালের (তুলা/তন্তু) পরিমাণের সাথে যুক্ত।

***

3.1. প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (PMEGP)

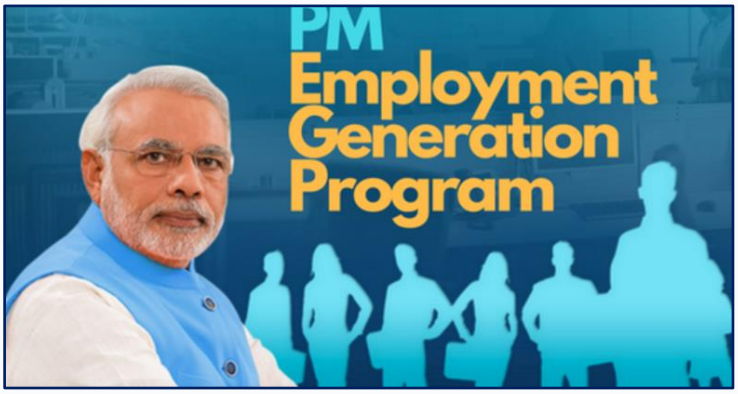

প্রেক্ষাপট: সম্প্রতি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগের (MSEs) ক্ষেত্রে বন্ধক-হীন (collateral-free) ঋণের সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করার জন্য MSME ঋণ নির্দেশিকা সংশোধন করেছে। ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই জাতীয় ঋণের জন্য যেন কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা বন্ধক দাবি না করা হয়। প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচির (PMEGP) অধীনে অর্থায়িত সমস্ত ইউনিটের ক্ষেত্রে এই সুবিধা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হবে, যাতে যে সকল উদ্যোক্তাদের নিজস্ব সম্পত্তি নেই, তারা সহজেই ঋণ পেতে পারেন।

PMEGP সম্পর্কে: PMEGP হলো একটি ফ্ল্যাগশিপ **কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রকল্প (Central Sector Scheme)**, যার লক্ষ্য অ-কৃষি খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

১. উৎস এবং প্রশাসন

- **সূচনা:** এটি **২০০৮** সালে তৎকালীন দুটি প্রকল্প— প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (PMRY) এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (REGP) একত্রিত করে চালু করা হয়েছিল।
- **নোডাল মন্ত্রক:** এটি **ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রক (MoMSME)** দ্বারা পরিচালিত হয়।

২. রূপায়ণ কাঠামো

- **জাতীয় স্তর:** সারা দেশে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য **খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (KVIC)** একমাত্র নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে।
- **রাজ্য স্তর:** রাজ্য KVIC ডিরেক্টরেট, রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ড (KVIBs), জেলা শিল্প কেন্দ্র (DICs) এবং ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে এটি রূপায়িত হয়।
- **সাম্প্রতিক আপডেট:** বর্তমানে সমস্ত রূপায়ণকারী সংস্থা (KVIC, KVIB, DIC) গ্রামীণ এবং শহর— উভয় এলাকার আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করার অনুমতি পেয়েছে।

৩. যোগ্যতার মানদণ্ড

- **বয়স: ১৮ বছরের** ঊর্ধ্বে যেকোনো ব্যক্তি আবেদন করতে পারেন।
- **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** উৎপাদন (Manufacturing) খাতের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় **১০ লক্ষ টাকার** বেশি এবং ব্যবসা/পরিষেবা খাতের ক্ষেত্রে **৫ লক্ষ টাকার** বেশি হলে সুবিধাভোগীকে অন্তত **অষ্টম শ্রেণী** পাস হতে হবে।
- **আয়ের সীমা:** এই প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প স্থাপনের জন্য কোনো **সর্বোচ্চ আয়ের সীমা নেই**।
- **সংস্থা:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs), সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০-এর অধীনে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন সমবায় সমিতি এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্টগুলিও আবেদনের যোগ্য।
- **শুধুমাত্র নতুন প্রকল্প:** এই সহায়তা শুধুমাত্র **নতুন** ইউনিট স্থাপনের জন্য দেওয়া হয়; বিদ্যমান বা পুরনো ইউনিটগুলি প্রথম ঋণের জন্য যোগ্য নয়।

৪. আর্থিক সহায়তা এবং ভর্তুকি (মার্জিন মানি)

এই প্রকল্পটি একটি **ঋণ-সংযুক্ত ভর্তুকি (credit-linked subsidy)** প্রোগ্রাম। সরকার "মার্জিন মানি" বা ভর্তুকি প্রদান করে, যা ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে উপভোক্তার কাছে পৌঁছায়।

উপভোক্তার বিভাগ	উপভোক্তার নিজস্ব অবদান	ভর্তুকি (শহরাঞ্চল)	ভর্তুকি (গ্রামাঞ্চল)
সাধারণ বিভাগ (General)	১০%	১৫%	২৫%
বিশেষ বিভাগ* (Special)	০৫%	২৫%	৩৫%

বিশেষ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত: তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST), ওবিসি (OBC), সংখ্যালঘু, মহিলা, প্রাক্তন সেনাকর্মী, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল (NER), পাহাড়ি এবং সীমান্ত এলাকা।

৫. প্রকল্পের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা

- **উৎপাদন খাত (Manufacturing):** ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
- **পরিষেবা খাত (Service):** ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
- **উন্নতিকরণ (দ্বিতীয় ঋণ):** সুচারুভাবে চলমান বর্তমান PMEGP/MUDRA ইউনিটগুলির জন্য দ্বিতীয়বার ১ কোটি টাকা (উৎপাদন) এবং ২৫ লক্ষ টাকা (পরিষেবা) পর্যন্ত ঋণ পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে ১৫% ভর্তুকি (উত্তর-পূর্বাঞ্চল/পাহাড়ি এলাকার জন্য ২০%) প্রদান করা হয়।

Q: প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (PMEGP) প্রসঙ্গে নীচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করুন:

1. এটি একটি কেন্দ্রীয় স্পনসরড স্কিম যা পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।
2. এই প্রকল্পের অধীনে, নতুন ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপনের জন্য উপভোক্তাদের কোনো আয়ের সীমা নেই।
3. গ্রামাঞ্চলে বিশেষ বিভাগের উপভোক্তাদের জন্য সরকার প্রকল্পের ব্যয়ের ৩৫% মার্জিন মানি ভর্তুকি প্রদান করে।

উপরের বিবৃতিগুলির মধ্যে কতগুলি সঠিক?

A) শুধুমাত্র একটি

B) শুধুমাত্র দুটি

C) তিনটিই সঠিক

D) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: B (শুধুমাত্র দুটি)

ব্যাখ্যা:

1 নম্বর বিবৃতি ভুল: PMEGP একটি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রকল্প (Central Sector Scheme), কেন্দ্রীয় স্পনসর্ড নয়। এটি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রক (MSME) দ্বারা পরিচালিত হয়, পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা নয়।

2 নম্বর বিবৃতি সঠিক: PMEGP নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য আয়ের কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই।

3 নম্বর বিবৃতি সঠিক: বিশেষ বিভাগের উপভোক্তারা (SC/ST, মহিলা ইত্যাদি) গ্রামাঞ্চলে ৩৫% এবং শহরাঞ্চলে ২৫% ভর্তুকি পাওয়ার অধিকারী।

3.2. ভারতবর্ষে গম চাষ: মাটির প্রয়োজনীয়তা থেকে রপ্তানি নীতি

প্রেক্ষাপট:

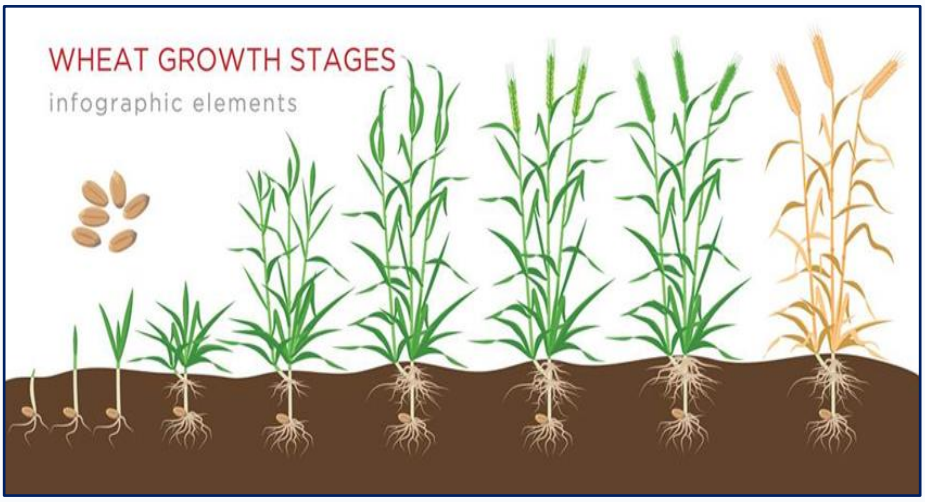

সম্প্রতি ভারত সরকার ২০২৬ সালের শুরুতে **২৫ লক্ষ টন গম** এবং **৫ লক্ষ টন গমজাত পণ্য** রপ্তানির অনুমতি দিয়ে এক বড়সড় নীতিগত পরিবর্তন এনেছে। এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে গমের **রেকর্ড ফলন** এবং কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে **১৮২ লক্ষ মেট্রিক টন (LMT)** মজুত থাকা, যা বাফার স্টকের নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি। দীর্ঘদিন ধরে চলা রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো—ভারতীয় কৃষকদের বিশ্ববাজারের সঙ্গে যুক্ত করা এবং স্থানীয় পাইকারি বাজার দর স্থিতিশীল রাখা।

১. ভারতে গম চাষ: জলবায়ু ও মাটির প্রয়োজনীয়তা

- **ফসলের শ্রেণি:** ধান চাষের পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য হলো গম। এটি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মানুষের **প্রধান খাদ্য**।
- **মরসুম:** এটি মূলত একটি **রবি শস্য**, যার বপনকাল শীতকালে **(অক্টোবর–ডিসেম্বর)** এবং সংগ্রহকাল বসন্তের শুরুতে **(ফেব্রুয়ারি–মে)**।
- **আদর্শ তাপমাত্রা:** চারা বড় হওয়ার সময় শীতল আবহাওয়া **(১০°C থেকে ১৫°C)** এবং দানা পাকার সময় উজ্জ্বল রৌদ্রোজ্জ্বল ও উষ্ণ আবহাওয়া **(২১°C থেকে ২৬°C)** প্রয়োজন।
- **বৃষ্টিপাত:** বার্ষিক **৫০-৭৫ সেমি** বৃষ্টিপাত এই চাষের জন্য উপযুক্ত। **পশ্চিমী ঝঞ্ঝার** প্রভাবে শীতকালীন হালকা বৃষ্টি গমের ফলন বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়ক।
- **মাটির গুণাগুণ:** সুনিষ্কাশিত ও উর্বর **দোঁয়াশ** এবং **এঁটেল-দোঁয়াশ** মাটি গম চাষের জন্য সেরা। মূলত ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির **পলি মাটি** এবং দাক্ষিণাত্যের **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপাদিত হয়।

২. বিশ্বজুড়ে উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারক হিসেবে ভারতের অবস্থান

- **উৎপাদন র‍্যাঙ্কিং:** বিশ্বের মোট গমের উৎপাদনের প্রায় **১৪%** জোগান দিয়ে ভারত বর্তমানে **দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদনকারী** রাষ্ট্র; এক্ষেত্রে চীনের পরেই ভারতের স্থান।
- **বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদনকারী:** গমের প্রথম পাঁচটি শীর্ষ উৎপাদনকারী দেশ হলো—চীন, ভারত, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স।
- **রপ্তানির প্রেক্ষাপট:** শীর্ষ উৎপাদনকারী হওয়া সত্ত্বেও, দেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে ভারত মূলত একটি **'সুইং এক্সপোর্টার'** (চাহিদা অনুযায়ী অনিয়মিত রপ্তানিকারক) হিসেবে পরিচিত।
- **বিশ্বের শীর্ষ রপ্তানিকারক:** রাশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম গম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নিজের স্থান বজায় রেখেছে। ২০২৬ সালে বিশ্ববাজারে ভারতের পুনরায় প্রবেশের মূল লক্ষ্য হলো—পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন) এবং উত্তর আফ্রিকার (মিশর) মতো খাদ্য ঘাটতি থাকা অঞ্চলগুলো।

৩. সরকারের প্রধান নীতিসমূহ এবং অর্থনৈতিক সহায়তা

- **২০২৬-২৭ বর্ষের MSP:** সরকার গমের জন্য কুইন্টাল প্রতি **২,৫৮৫ টাকা** 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য' বা MSP নির্ধারণ করেছে।
- **কৃষকদের মুনাফা:** এই নির্ধারিত দাম উৎপাদন খরচের ওপর প্রায় **১০৯%** রিটার্ন নিশ্চিত করে, যা অন্যান্য সমস্ত রবি শস্যের তুলনায় কৃষকদের জন্য সর্বাধিক মুনাফার সুযোগ তৈরি করেছে।
- **মজুত ব্যবস্থাপনা:** ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (NFSA) এবং প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PM-GKAY) প্রকল্পের অধীনে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য **ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI)** কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার বা 'সেন্ট্রাল পুল' পরিচালনা করে।

৪. চ্যালেঞ্জ: জলবায়ু পরিবর্তন এবং জৈব-নিরাপত্তা

- **টার্মিনাল হিট স্ট্রেস (প্রান্তীয় তাপীয় চাপ):** মার্চ মাসে গমের দানা পুষ্ট হওয়ার সময় তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি একটি বড় সংকট। ধারণা করা হচ্ছে, এর প্রভাবে ২১০০ সাল নাগাদ গমের ফলন **৬-২৫%** পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।
- **হুইট ব্লাস্ট:** এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ (*Magnaporthe oryzae*), যা দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নতুন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রোগের ফলে গমের শিষ হঠাৎ সাদা বা বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায়।
- **জলবায়ু-সহনশীল জাত:** এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় গবেষকরা বেশ কিছু উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছেন। যেমন—**HD-3385 (আগাম বপনযোগ্য ও তাপ-সহনশীল)** এবং **PBW RS1 (উচ্চ অ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী)**।

Q. ভারতের গম ক্ষেত্র সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. ভারত বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম গম রপ্তানিকারক দেশ, যারা মূলত উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে পণ্য সরবরাহ করে।
2. 'হুইট ব্লাস্ট' (Wheat Blast) রোগটি একটি ছত্রাকজনিত প্যাথোজেনের কারণে হয় যা মূলত উদ্ভিদের শিষ বা দানাদার অংশকে আক্রমণ করে।
3. ২০২৬-২৭ মরসুমে গমের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) উৎপাদন খরচের ওপর ১০০%-এর বেশি রিটার্ন বা মুনাফা নিশ্চিত করে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

A. শুধুমাত্র 1 এবং 2

B. শুধুমাত্র 2 এবং 3

C. শুধুমাত্র 1 এবং 3

D. 1, 2 এবং 3

সমাধান: B

বিবৃতি 1 ভুল: ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক হলেও বৃহত্তম রপ্তানিকারক নয়; রাশিয়া বর্তমানে সেই অবস্থানে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ভারতের রপ্তানি সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বিবৃতি 2 সঠিক: 'হুইট ব্লাস্ট' একটি বিধ্বংসী ছত্রাকজনিত রোগ (Magnaporthe oryzae), যা গমের শিষ বা 'স্পাইক' আক্রমণ করে, যার ফলে দানাগুলো শুকিয়ে যায় বা চিটে হয়ে যায়।

বিবৃতি 3 সঠিক: ২০২৬-২৭ মরসুমের জন্য অনুমোদিত ২,৫৮৫ টাকা (প্রতি কুইন্টাল) MSP উৎপাদন খরচের ওপর ১০৯% মুনাফা নির্দেশ করে।

3.3. লিড ব্যাংক স্কিম

প্রেক্ষাপট:

সম্প্রতি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ২০২৫-৩০'-এর লক্ষ্যপূরণে **লিড ব্যাংক স্কিম (LBS)**-কে আরও উন্নত করতে একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

১. লিড ব্যাংক স্কিমের সূচনা ও বিবর্তন

- **ভূমিকা:** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক **১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর** মাসে এই লিড ব্যাংক স্কিম চালু করে।
- **গডগিল স্টাডি গ্রুপ (১৯৬৯):** এই গ্রুপ গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং এবং ঋণের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য **'এরিয়া অ্যাপ্রোচ'** বা এলাকাভিত্তিক পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছিল।
- **নরিমান কমিটি (১৯৬৯): এফ.কে.এফ. নরিমান**-এর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি এলাকাভিত্তিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে। তারা প্রতিটি জেলাকে একটি নির্দিষ্ট **'লিড ব্যাংক'**-এর অধীনে রাখার পরামর্শ দেয়, যা সেই জেলার উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।
- **ঊষা থোরাট কমিটি (২০০৯):** এই কমিটি স্কিমটিকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেয় যাতে **১০০% আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** নিশ্চিত করা যায় এবং **লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার**-এর ভূমিকা আরও জোরালো হয়।

২. মূল প্রক্রিয়া: এরিয়া অ্যাপ্রোচ

- **একক হিসেবে জেলা:** এই স্কিমের অধীনে জেলা হলো ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের প্রধান একক।
- **কনসোর্টিয়াম লিডার:** প্রতিটি জেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংককে (সরকারি বা বেসরকারি) **লিড ব্যাংক** হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।
- **একচেটিয়া অধিকার নয়:** লিড ব্যাংকের ওই জেলায় ব্যাংকিং ব্যবসার ওপর কোনও একচেটিয়া অধিকার থাকে না। পরিবর্তে, এটি সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক) এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি **সমন্বয়কারী** হিসেবে কাজ করে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ব্যাংক এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার জন্য এই স্কিমটি বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়:

স্তর	কমিটি	সভাপতি	সময়কাল
রাজ্য স্তর	রাজ্য স্তরের ব্যাঙ্কার্স কমিটি (SLBC)	কনভেনর ব্যাংকের CMD বা কার্যকরী পরিচালক	প্রতি তিন মাসে (ত্রৈমাসিক)
জেলা স্তর	জেলা পরামর্শক কমিটি (DCC)	জেলা শাসক (District Collector)	প্রতি তিন মাসে (ত্রৈমাসিক)
জেলা স্তর	জেলা স্তরের পর্যালোচনা কমিটি (DLRC)	জেলা শাসক (সাংসদ/বিধায়কদের উপস্থিতিতে)	ছয় মাসে একবার
ব্লক স্তর	ব্লক স্তরের ব্যাঙ্কার্স কমিটি (BLBC)	লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (LDM)	প্রতি তিন মাসে (ত্রৈমাসিক)

প্রধান কর্মকর্তা: লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (LDM)

লিড ব্যাংক জেলার **ডিস্ট্রিক্ট ক্রেডিট প্ল্যান (DCP)** বাস্তবায়নের তদারকি করার জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে **LDM** হিসেবে নিয়োগ করে। LDM ব্যাংক এবং জেলা প্রশাসনের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন।

৪. প্রিলিমস পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

- **সার্ভিস এরিয়া অ্যাপ্রোচ (SAA):** ১৯৮৯ সালে এটি চালু হয়। এর অধীনে নির্দিষ্ট গ্রামগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক শাখার সাথে যুক্ত করা হয় যাতে পরিকল্পিতভাবে ঋণ বণ্টন করা যায়।
- **ডিস্ট্রিক্ট ক্রেডিট প্ল্যান (DCP):** এটি লিড ব্যাংক দ্বারা তৈরি একটি বার্ষিক পরিকল্পনা, যেখানে জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
- **ক্রেডিট-ডিপোজিট (CD) রেশিও:** একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাংক যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করে, তার তুলনায় কত টাকা ঋণ হিসেবে দিচ্ছে, তার পরিমাপ হলো এই রেশিও। RBI এটি নজরদারি করে যাতে গ্রামীণ আমানত অন্য কোথাও চলে না গিয়ে স্থানীয় এলাকাতেই বিনিয়োগ করা হয়।

Q. ভারতের লিড ব্যাংক স্কিম (LBS) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করুন:

1. ব্যাংকিং সেক্টর সংস্কারের জন্য গঠিত নরসিংহম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে এই স্কিমটি চালু হয়েছিল।
2. একটি জেলার লিড ব্যাংক সেই জেলায় সরকারি ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা এবং ঋণ দেওয়ার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।
3. রাজ্য স্তরের ব্যাঙ্কার্স কমিটি (SLBC) হলো একটি আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক ফোরাম যার সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর।
4. ২০২৬ সালের সাম্প্রতিক খসড়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোকে তাদের গ্রামীণ ও আধা-শহুরে শাখাগুলোতে নূন্যতম ৬০% ক্রেডিট-ডিপোজিট (CD) রেশিও বজায় রাখতে হবে।

উপরের কোন বিবৃতিটি সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 3

(b) কেবল 4

(c) কেবল 2 এবং 4

(d) কেবল 1, 2 এবং 4

সমাধান: (b)

বিবৃতি 1 ভুল: লিড ব্যাংক স্কিম গডগিল স্টাডি গ্রুপ এবং নরিমান কমিটি-র সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল (নরসিংহম কমিটি অনেক পরে ১৯৯১/১৯৯৮ সালে এসেছিল)।

বিবৃতি 2 ভুল: লিড ব্যাংকের কোনও একচেটিয়া অধিকার নেই। এটি কেবল সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে।

বিবৃতি 3 ভুল: SLBC-র সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কনভেনর ব্যাংকের CMD/কার্যকরী পরিচালক, RBI গভর্নর নন।

বিবৃতি 4 সঠিক: ২০২৬ সালের RBI খসড়া নির্দেশিকায় গ্রামীণ ও আধা-শহুরে অঞ্চলে পর্যাপ্ত ঋণ নিশ্চিত করতে ৬০% CD রেশিও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।

***

পরিবেশ এবং ভূগোল

4.1. থোয়াইটস হিমবাহ

প্রেক্ষাপট:

সম্প্রতি, **ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভে** (BAS) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার গবেষকদের নেতৃত্বে একটি বিশাল আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক দল **থোয়াইটস হিমবাহের** ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ড্রিলিং বা খনন অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো হিমবাহটির নিচের অংশ থেকে এটি কেন এত দ্রুত গলছে, তা খতিয়ে দেখা।

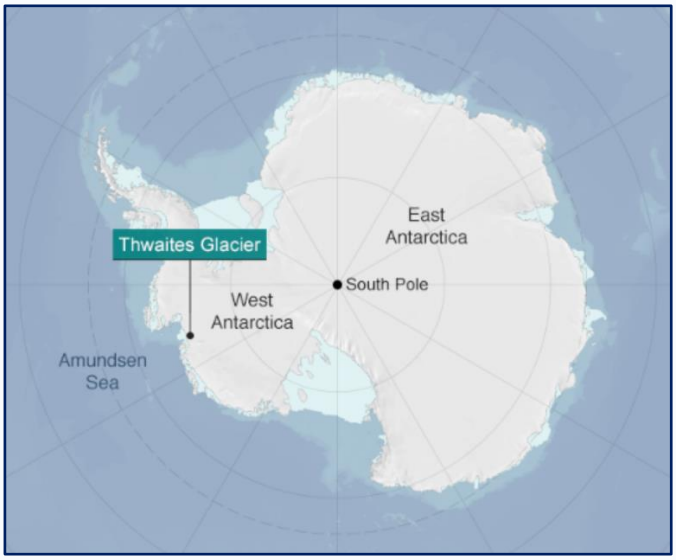

১. ভৌগোলিক পরিচিতি

- **অবস্থান:** এটি একটি অসাধারণ প্রশস্ত এবং বিশাল হিমবাহ যা **পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায়** অবস্থিত।
- **প্রবাহ:** এটি **পাইন আইল্যান্ড বে**-তে গিয়ে মিশেছে, যা **অ্যামুন্ডসেন সাগরের** একটি অংশ।
- **আকার:** এই হিমবাহটি প্রায় **১২০ কিমি চওড়া** (বিশ্বের প্রশস্ততম হিমবাহ) এবং প্রায় **১.৯ লক্ষ বর্গ কিমি** এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি আকারে অনেকটা গ্রেট ব্রিটেন বা আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের সমান।
- **বেসিন বা অববাহিকা:** এটি **পশ্চিম অ্যান্টার্কটিক আইস শিট** (WAIS)-এর একটি মূল অংশ। এটি একটি "কর্ক" বা ছিপির মতো কাজ করে যা ভেতরের দিকের বরফকে দ্রুত সমুদ্রে মিশে যেতে বাধা দেয়।

২. কেন একে "ডুমসডে" বা "সর্বনাশা" হিমবাহ বলা হয়?

- **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা:** বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর যতটা বাড়ছে, তার প্রায় **৪ শতাংশ** অবদান রাখছে এই থোয়াইটস হিমবাহ।
- **সম্ভাব্য বিপদ:** যদি এই হিমবাহটি সম্পূর্ণ গলে যায়, তবে এতে থাকা বরফ বিশ্বের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় **৬৫ সেমি (২ ফুটের বেশি)** বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
- **শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain Reaction):** এই হিমবাহটি ভেঙে পড়লে এর আশেপাশের হিমবাহগুলোও (যেমন পাইন আইল্যান্ড হিমবাহ) অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় **৩ মিটার (১০ ফুট)** পর্যন্ত বাড়তে পারে, যা মুম্বাই, নিউ ইয়র্ক এবং সাংহাইয়ের মতো বিশ্বের বড় বড় উপকূলীয় শহরগুলোকে পানির নিচে তলিয়ে দিতে পারে।

৩. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- ITGC: হিমবাহটির ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করার জন্য **ইন্টারন্যাশনাল থোয়াইটস গ্লেসিয়ার কোলাবরেশন** হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন) এবং যুক্তরাজ্যের (ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ কাউন্সিল) একটি বহু-বছর মেয়াদী এবং বহু-কোটি ডলারের **যৌথ প্রকল্প**।

প্রশ্ন: সংবাদে প্রায়শই আলোচিত 'থোয়াইটস হিমবাহ' (Thwaites Glacier)-এর প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এটি বিশ্বের প্রশস্ততম হিমবাহ এবং এটি পূর্ব অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে অবস্থিত।
2. হিমবাহের "গ্রাউন্ডিং লাইন" (Grounding line) বলতে সেই বিন্দুকে বোঝায় যেখান থেকে বরফ সমুদ্রের তলদেশে লেগে না থেকে সাগরের ওপর ভাসতে শুরু করে।
3. এই হিমবাহটি গলার প্রধান কারণ শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা নয়, বরং এর আইস শেল্ফের নিচে "উষ্ণ জলের প্রবেশ"।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

a) কেবল 1 এবং 2

b) কেবল 2 এবং 3

c) কেবল 1 এবং 3

d) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: (b) (2 এবং 3)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** এটি বিশ্বের প্রশস্ততম হিমবাহ হলেও এটি **পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায়** অবস্থিত, পূর্ব অ্যান্টার্কটিকায় নয়।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** 'গ্রাউন্ডিং লাইন' হলো সেই সন্ধিস্থল যেখান থেকে হিমবাহটি মাটির ওপর থাকা অবস্থা থেকে সাগরে ভাসমান অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এটি সরে যাওয়া হিমবাহের অস্থিতিশীলতার একটি প্রধান লক্ষণ।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, তুলনামূলকভাবে **উষ্ণ সমুদ্রের জল** (সার্কামপোলার ডিপ ওয়াটার) হিমবাহের তলদেশে পৌঁছে যাওয়ার কারণেই এটি এত দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছে এবং পিছিয়ে যাচ্ছে।

4.2. অনাবাসী ভারতীয় (NRI) বিনিয়োগ সংস্কার (বাজেট ২০২৬-২৭)

প্রেক্ষাপট:

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ **অনাবাসী ভারতীয় (NRI)** এবং ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের (PROI) জন্য বিনিয়োগের নিয়মাবলী উল্লেখযোগ্যভাবে উদারীকরণ করা হয়েছে। তবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE)-এর তথ্য একটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছে। অর্থমন্ত্রী 'সহজ ব্যবসা নীতি' (Ease of Doing Business) জোরদার করতে একক এনআরআই বিনিয়োগের সীমা বাড়িয়ে ১০% এবং সামগ্রিক সীমা ২৪% করলেও, বর্তমানে এনএসই-তালিকভুক্ত কোম্পানিগুলোর মোট ইক্যুইটির মাত্র ০.৬২% এনআরআই-দের হাতে রয়েছে।

মূল বৈশিষ্ট্য: এনআরআই বিনিয়োগ সংস্কার (বাজেট ২০২৬-২৭)

১. **বিনিয়োগের নতুন সীমা (New Investment Thresholds):** পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিম (PIS)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবাসী ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ বা **'হেডরুম'** উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে:

- **ব্যক্তিগত সীমা (Individual Limit):** একটি তালিকাভুক্ত ভারতীয় কোম্পানির মোট পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধনের (Paid-up equity capital) ৫% থেকে বাড়িয়ে **১০%** করা হয়েছে।
- **সামগ্রিক সীমা (Aggregate Limit):** একটি নির্দিষ্ট কোম্পানিতে সমস্ত এনআরআই/পিআরওআই-দের সম্মিলিত শেয়ার ধারণের সীমা ১০% থেকে বাড়িয়ে **২৪%** করা হয়েছে।
- **অনুমোদন প্রক্রিয়া:** আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাতে এই বর্ধিত বিনিয়োগের জন্য এখন থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI)-এর পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

২. **০.৬% প্যারাডক্স বা বৈপরীত্য (The 0.6% Paradox):** বিনিয়োগের সীমা বাড়ানো হলেও বর্তমান তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এই সুবিধার ব্যবহার খুবই সীমিত:

- **শেয়ার ধারণের স্থবিরতা:** ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত এনএসই-তালিকভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ারের মাত্র **০.৬২%** এনআরআই-দের হাতে রয়েছে।
- **ঐতিহাসিক প্রবণতা:** গত তিন অর্থবর্ষ ধরে এই হার ১%-এর নিচে রয়েছে। বাজারের উত্থান-পতন নির্বিশেষে এটি ০.৫৭% থেকে ০.৬৪%-এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে।
- **নিফটি ৫০ (Nifty 50)-এ অনুপস্থিতি:** ভারতের শীর্ষ ৫০টি অগ্রগণ্য কোম্পানির (নিফটি ৫০) মধ্যে একটিও এনআরআই শেয়ার হোল্ডিং-এর শীর্ষে থাকা তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. এফপিআই বনাম এনআরআই: নিয়ন্ত্রক পার্থক্য:

- **এফপিআই (FPI-Foreign Portfolio Investment):** সেবি (SEBI)-তে নিবন্ধিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা (যেমন মিউচুয়াল ফান্ড) বা ব্যক্তি। এনআরআই-রা সাধারণত সরাসরি এফপিআই হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারেন না, তবে তারা একটি **এফপিআই 'ইনভেস্টর গ্রুপ'**-এর অংশ হতে পারেন (শর্ত সাপেক্ষে: ব্যক্তিগত অবদান ২৫%-এর কম এবং সামগ্রিক অবদান ৫০%-এর কম হতে হবে)।
- **এনআরআই রুট (PIS):** এটি অনিবাসী ব্যক্তিদের জন্য একটি সরাসরি পথ, যার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট ব্যাংক শাখার মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনা-বেচা করতে পারেন।

৪. প্রবাসী-বান্ধব অন্যান্য পদক্ষেপ:

- **সম্পত্তি লেনদেন:** এনআরআই-দের কাছ থেকে সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে আবাসিক ক্রেতাদের আর **TAN** (Tax Deduction Account Number) প্রয়োজন হবে না; টিডিএস (TDS) সংক্রান্ত নিয়ম পালনের জন্য ক্রেতার **PAN** কার্ডই এখন যথেষ্ট।
- **টিসিএস (TCS) যুক্তিযুক্তকরণ:** বিদেশের শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য প্রেরিত অর্থের ওপর **TCS** (Tax Collected at Source) ৫% থেকে কমিয়ে **২%** করা হয়েছে।
- **বিদেশি সম্পদ প্রকাশ:** এনআরআই এবং পেশাদারদের অপ্রকাশিত বিদেশি সম্পদ বৈধ করার জন্য ছয় মাসের একটি বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে তারা আইনি বিচারের হাত থেকে সুরক্ষা (Immunity) পাবেন।

Q: কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ এবং ভারতে এনআরআই (NRI) বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপটে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে অনিবাসী ভারতীয় বা এনআরআই-দের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সীমা দ্বিগুণ করে ১০% করা হয়েছে।
2. বাজার প্রবেশাধিকার সহজতর করার লক্ষ্যে সেবি (SEBI)-র সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী এনআরআই-দের 'ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টর' (FPI) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
3. এনআরআই-দের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে, আবাসিক ক্রেতাদের জন্য এখন টিডিএস (TDS) জমা দিতে TAN (Tax Deduction Account Number) সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

A) শুধুমাত্র 1

B) শুধুমাত্র 1 এবং 2

C) শুধুমাত্র 2 এবং 3

D) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: A

ব্যাখ্যা:

বিবৃতি 1 সঠিক: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এনআরআই/পিআরওআই (PROI)-দের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সীমা ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করা হয়েছে।

বিবৃতি 2 ভুল: এনআরআই-রা এফপিআই (FPI) ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নন; তারা ফেমা (FEMA) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিম (PIS)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করেন। তারা কোনো এফপিআই ফান্ডের অংশ হতে পারলেও ব্যক্তিগতভাবে এফপিআই হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারেন না।

বিবৃতি 3 ভুল: ২০২৬ সালের বাজেটে আবাসিক ক্রেতাদের জন্য TAN-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন এনআরআই-দের কাছ থেকে সম্পত্তি কেনার সময় সহজতর কমপ্লায়েন্সের জন্য ক্রেতারা তাদের PAN কার্ডই ব্যবহার করতে পারবেন।

4.3. 'উষ্ণায়মান আর্কটিক বাস্তুসংস্থান: আগ্রাসীবিদেশি উদ্ভিদের আসন্ন সংকট'

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা একটি ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সংকটের বিষয়ে সতর্ক করেছেন: আর্কটিক বা সুমেরু অঞ্চল বিশ্ব গড় উষ্ণতার তুলনায় প্রায় চারগুণ দ্রুত হারে উষ্ণ হচ্ছে—এই ঘটনাটি **'আর্কটিক অ্যামপ্লিফিকেশন'** (Arctic Amplification) নামে পরিচিত। এই উষ্ণায়নের ফলে এই অঞ্চলটি এখন **আগ্রাসী বিদেশি উদ্ভিদ** (Invasive plant species) প্রজাতির বসবাসের জন্য ক্রমশ উপযোগী হয়ে উঠছে।

মূল ধারণাসমূহ

১. আর্কটিক অ্যামপ্লিফিকেশন এবং 'থার্মাল নিশ'

- **সংজ্ঞা: 'অ্যালবেডো-ফিডব্যাক লুপ'**-এর (সাদা বরফ গলে গিয়ে অন্ধকার মহাসাগর বা স্থলভাগ উন্মুক্ত হওয়া, যা বেশি তাপ শোষণ করে) কারণে বিশ্ব গড়ের তুলনায় সুমেরু অঞ্চল উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত হারে উষ্ণ হওয়ার ঘটনাকেই আর্কটিক অ্যামপ্লিফিকেশন বলা হয়।
- **থার্মাল নিশের বিস্তার:** উষ্ণ তাপমাত্রা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রজাতিগুলোকে (যেমন—**কাউ পার্সনিপ, স্টিকি র‍্যাগওয়ার্ট**) এমন সব এলাকায় বেঁচে থাকতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে, যেখানে আগে অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে এদের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারত না।

২. আগ্রাসনের পথ (মানুষের ভূমিকা)

- **জাহাজ চলাচল:** সামুদ্রিক বরফ গলে যাওয়ায় **উত্তর সাগর পথ** (NSR) এবং **উত্তর-পশ্চিম পথ** উন্মুক্ত হয়েছে। জাহাজের ব্যালাস্ট ওয়াটার (ভারসাম্য রক্ষার জল) এবং জাহাজের তলায় আটকে থাকা উদ্ভিদ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় আগ্রাসী প্রজাতির বিস্তারের প্রধান মাধ্যম।
- **পর্যটন ও গবেষণা:** আর্কটিকের 'হটস্পট' যেমন—**স্বালবার্ড** (নরওয়ে) এবং **পশ্চিম আলাস্কা** পরিদর্শনে আসা পর্যটক ও গবেষকদের পোশাক, হাইকিং বুট এবং যন্ত্রপাতির সাথে লেগে এই বীজগুলো সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে।
- **নির্মাণ কাজ:** তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে অনেক সময় আমদানিকৃত মাটি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, যা প্রায়ই **অ-দেশীয় বীজে** দূষিত থাকে।

৩. 'স্লিপার স্পিসিস' (Sleeper Species) বা সুপ্ত প্রজাতি

- এগুলো এমন কিছু বিদেশি প্রজাতি যা বছরের পর বছর ধরে আর্কটিক অঞ্চলে খুব অল্প সংখ্যায় সুপ্ত অবস্থায় ছিল।

- **উস্কানি:** যখনই তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে, এই প্রজাতিগুলো **"জেগে ওঠে"** এবং অত্যন্ত দ্রুত ও আগ্রাসীভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা স্থানীয় উদ্ভিদকুলকে ধ্বংস করে দেয়।

৪. পরিবেশগত প্রভাব: আগ্রাসী উদ্ভিদ–আগুন–পারমাফ্রস্ট সংযোগ

- **অগ্নিপ্রবাহের পরিবর্তন:** আগ্রাসী ঘাসগুলো (যেমন—**স্মুথ ব্রোম**) স্থানীয় তুন্দ্রা উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশি দাহ্য এবং ঘন ঝোপ তৈরি করে।
- **পারমাফ্রস্টের ওপর প্রভাব:** ঘনঘন দাবানল মাটির প্রাকৃতিক নিরোধক স্তরটিকে নষ্ট করে দেয়। এটি **পারমাফ্রস্ট** বা চিরতুষারাবৃত ভূমিকে উন্মুক্ত করে দেয়, যার ফলে বরফ দ্রুত গলতে শুরু করে এবং মাটির নিচে জমা থাকা **মিথেন** ও **কার্বন ডাই অক্সাইড** বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

আন্তর্জাতিক শাসন ও কাঠামো

- **আরিয়াস (ARIAS – Arctic Invasive Alien Species) কৌশল:** জৈবিক আগ্রাসন প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ এবং মোকাবিলা করার জন্য **আর্কটিক কাউন্সিল** (কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী: CAFF এবং PAME) কর্তৃক গৃহীত একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা।
- **কুনমিং–মন্ট্রিল গ্লোবাল বায়োডাইভারসিটি ফ্রেমওয়ার্ক (লক্ষ্য ৬):** ২০৩০ সালের মধ্যে আগ্রাসী বিদেশি প্রজাতির প্রবেশ ও বিস্তারের হার অন্তত **৫০% হ্রাস** করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- **ভারতের ভূমিকা:** আর্কটিক কাউন্সিলের একজন **পর্যবেক্ষক (Observer)** হিসেবে ভারতের **আর্কটিক নীতি (২০২২)** "পরিবেশ সুরক্ষা" এবং জলবায়ু-প্ররোচিত জৈবিক পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেয়, যা বিশ্বজুড়ে আবহাওয়াকে (ভারতের **মৌসুমি বায়ু**সহ) প্রভাবিত করে।

Q. "আর্কটিক অ্যামপ্লিফিকেশন" এবং এর পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. আর্কটিক অ্যামপ্লিফিকেশন মূলত সামুদ্রিক বরফ গলে যাওয়ার কারণে গ্রহের অ্যালবেডো প্রভাব হ্রাসের ফলে ঘটে।
2. "স্লিপার স্পিসিস" বলতে সেইসব স্থানীয় আর্কটিক উদ্ভিদকে বোঝায় যারা জলীয় বাষ্পের ক্ষতি রোধ করতে চরম উষ্ণতার সময় গভীর সুপ্ত অবস্থায় চলে যায়।
3. আর্কটিকে নির্দিষ্ট কিছু আগ্রাসী ঘাসের উপস্থিতি তুন্দ্রা অঞ্চলের দাবানলের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে পারমাফ্রস্ট গলন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
4. ভারত আর্কটিক কাউন্সিলের একজন স্থায়ী সদস্য এবং ওই অঞ্চলের পরিবেশগত নীতির ওপর ভারতের ভেটো (Veto) ক্ষমতা রয়েছে।

a) কেবল 1 এবং 2

b) কেবল 2 এবং 4

c) কেবল 1 এবং 3

d) কেবল 1, 3 এবং 4

উত্তর: (c)

সমাধান:

- **বিবৃতি 1 সঠিক:** আর্কটিক অ্যামপ্লিফিকেশন একটি ফিডব্যাক প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিফলিত বরফ (উচ্চ অ্যালবেডো) কমে গিয়ে অন্ধকার জল/স্থলভাগ (নিম্ন অ্যালবেডো) উন্মুক্ত হয়, যার ফলে তাপ শোষণ বেশি হয় এবং উষ্ণায়ন দ্রুততর হয়।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** "স্লিপার স্পিসিস" হলো অ-দেশীয় বা বিদেশি প্রজাতি যারা পরিবেশে খুব কম সংখ্যায় থাকে যতক্ষণ না উষ্ণায়নের মতো পরিবেশগত পরিবর্তন তাদের আগ্রাসী বিস্তারে সাহায্য করে। এরা স্থানীয় উদ্ভিদ নয়।

- **বিবৃতি 3 সঠিক:** আগ্রাসী উদ্ভিদ তুন্দ্রার আগুনের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। বেশি দাহ্য ঘাস দাবানল সৃষ্টি করে যা মাটির সুরক্ষা স্তর নষ্ট করে দেয়, ফলে নিচের পারমাফ্রস্ট দ্রুত গলে যায়।
- **বিবৃতি 4 ভুল:** ভারত একজন পর্যবেক্ষক, সদস্য নয়। শুধুমাত্র আর্কটিক সার্কেলে ভূখণ্ড থাকা ৮টি দেশ এর সদস্য। পর্যবেক্ষকদের ভোটাধিকার বা ভেটো ক্ষমতা নেই।

4.4. আরাবল্লী সাফারি প্রকল্পে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ

প্রেক্ষাপট:

ভারতের **সুপ্রিম কোর্ট** হরিয়ানা সরকারকে তাদের প্রস্তাবিত **আরাবল্লী জঙ্গল সাফারি প্রকল্প** নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। আদালত জানিয়েছে যে, বিশেষজ্ঞরা যতক্ষণ না পর্যন্ত আরাবল্লী পাহাড়ের সরকারি সীমানা (রেঞ্জ) স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করছেন, ততক্ষণ এই কাজ বন্ধ থাকবে।

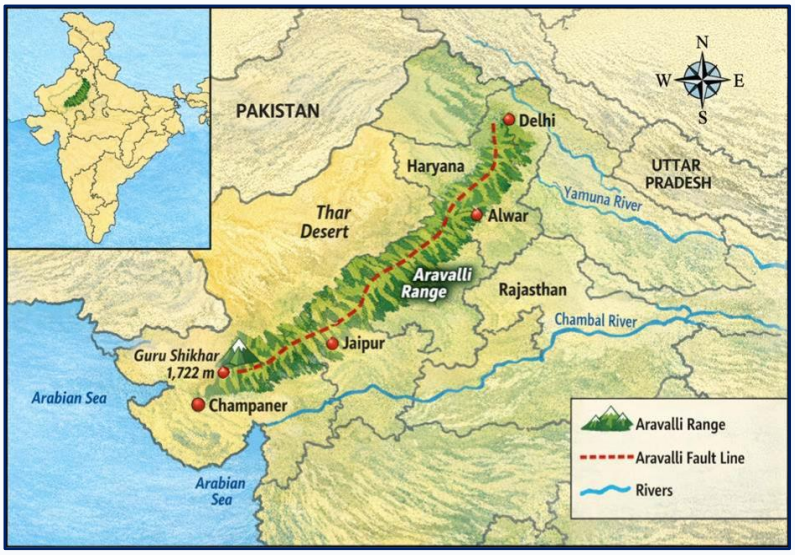

এই সাফারি প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল গুরুগ্রাম এবং নুহ জেলার পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল আরাবল্লী পর্বতশৃঙ্খলার **১০,০০০ একর** এলাকায় বড় বিড়াল প্রজাতির (যেমন চিতা) জন্য জোন তৈরি করা এবং শত শত প্রজাতির পাখি, **সরীসৃপ** ও প্রজাপতির বাসস্থান তৈরি করা।

চলমান বিতর্ক

সুপ্রিম কোর্ট (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫) পরিবেশ, **বন** ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের নেতৃত্বাধীন একটি **কমিটির** কাজ পর্যালোচনা করেছে। এই কমিটির কাজ ছিল খনি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরাবল্লী পর্বতের একটি **একক সংজ্ঞা** তৈরি করা। আদালত মরুভূমি রোধ, ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আরাবল্লীর ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

- **আরাবল্লী পাহাড়ের সংজ্ঞা:** আশেপাশের সমতল ভূমি থেকে **১০০ মিটার** বা তার বেশি উঁচু যেকোনো ভূমিরূপ।
- **আরাবল্লী পর্বতশৃঙ্খলার সংজ্ঞা:** একে অপরের থেকে **৫০০ মিটারের** মধ্যে অবস্থিত দুই বা ততোধিক পাহাড়ের **সমষ্টি**।

আরাবল্লী পাহাড়ের নতুন সংজ্ঞা নিয়ে সমালোচনা কেন?

- **বিশাল এলাকা বাদ পড়া:** ১০০ মিটারের সীমা নির্ধারণ করলে আরাবল্লীর প্রায় ৯০% এলাকা এই সংজ্ঞার বাইরে চলে যেতে পারে, যা পরিবেশের জন্য চিন্তার বিষয়।
- **খনিজ উত্তোলনের ঝুঁকি:** অরক্ষিত এলাকাগুলোতে অনিয়ন্ত্রিত খনি খনন, নির্মাণ কাজ এবং নগরায়ন বেড়ে যেতে পারে।
- **পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট:** শুধুমাত্র পাহাড়ের চূড়াকে গুরুত্ব দিলে পাদদেশ, উপত্যকা এবং শৈলশিরাগুলো অবহেলিত হবে।
- **জলের সংকট:** পাহাড়ের ঢাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর পূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া কমে যেতে পারে।
- **মরুভূমি বিস্তারের ঝুঁকি:** এই প্রাকৃতিক বাধা দুর্বল হয়ে পড়লে **থর মরুভূমির** বিস্তার ত্বরান্বিত হতে পারে। এটি রাষ্ট্রসংঘের মরুভূমি প্রতিরোধ কনভেনশনে (UNCCD) ভারতের প্রতিশ্রুতিকেও প্রভাবিত করবে।

আরাবল্লী পাহাড় সম্পর্কে কিছু তথ্য:

আরাবল্লী পাহাড় ও পর্বতমালা ভারতের প্রাচীনতম ভৌগোলিক গঠনগুলোর মধ্যে একটি, যা দিল্লি থেকে হরিয়ানা, রাজস্থান হয়ে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত।

- **ধরন:** এটি একটি প্রাচীন **ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী**, যা বর্তমানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশিষ্ট পাহাড়ে (৩০০-৯০০ মিটার) পরিণত হয়েছে।
- **সর্বোচ্চ শৃঙ্গ:** মাউন্ট আবুতে অবস্থিত **গুরু শিখর** (১,৭২২ মিটার)।
- **জলের উৎস হিসেবে ভূমিকা:** এই এলাকাটি অর্ধ-শুষ্ক (৫০০-৭০০ মিমি বৃষ্টিপাত) অঞ্চলে অবস্থিত। এটি একটি প্রধান জলবিভাজিকা হিসেবে কাজ করে যা গঙ্গা-সিন্ধু নদীতন্ত্র এবং বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের দিকে প্রবাহিত নদীগুলোকে আলাদা করে।

আরাবল্লী পর্বতমালার গুরুত্ব

- **নদীর উৎস:** আরাবল্লী থেকে **লুনি**, বনাস, **সাহিবী** এবং সবরমতীর মতো বেশ কিছু নদীর উৎপত্তি হয়েছে।
- **মরুভূমি প্রতিরোধক:** এটি থর মরুভূমিকে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকাতে একটি প্রাকৃতিক দেয়াল হিসেবে কাজ করে।
- **আরাবল্লী গ্রিন ওয়াল উদ্যোগ:** গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং দিল্লির ২৯টি জেলা জুড়ে একটি ১,৪০০ কিমি দীর্ঘ এবং ৫ কিমি প্রশস্ত **সবুজ বলয়** তৈরির প্রকল্প, যাতে মরুভূমি বিস্তার রোধ করা যায়।
- **ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয়:** আরাবল্লীর পাথুরে গঠন বৃষ্টির জলকে চুঁইয়ে নিচে যেতে সাহায্য করে, ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধি পায়।
- **খনিজ সম্পদ:** এখানে প্রচুর পরিমাণে মার্বেল, গ্রানাইট, তামা, দস্তা এবং সিসা পাওয়া যায়।
- **ঐতিহ্যবাহী গুরুত্ব:** আরাবল্লী পর্বতমালায় চিত্তোরগড় এবং কুম্ভলগড় দুর্গের মতো **ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট** বা বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে।

Q. নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

I. আরাবল্লী পাহাড় শুধুমাত্র পাঁচটি রাজ্যে বিস্তৃত।

II. লুনি, বনাস, সাহিবী এবং সবরমতী সহ বেশ কিছু নদী আরাবল্লী থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) কেবল I

(b) কেবল II

(c) I এবং II উভয়ই

(d) I বা II কোনটিই নয়

উত্তর: (b)

ব্যাখ্যা:

বিবৃতি I ভুল: আরাবল্লী পর্বতমালা পাঁচটি রাজ্যে বিস্তৃত নয়। এটি প্রায় ৬৭০ কিমি এলাকা জুড়ে তিনটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিস্তৃত: (গুজরাট, রাজস্থান, **হরিয়ানা** এবং দিল্লি)।

বিবৃতি II সঠিক: আরাবল্লী একটি প্রধান জলবিভাজিকা। এখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নদী উৎপন্ন হয়েছে:

- **লুনি:** আজমিরের কাছে উৎপন্ন হয়ে কচ্ছের রণের দিকে প্রবাহিত হয়। এটি একটি অন্তর্বাহিনী নদী (সমুদ্রে মেশে না)।
- **বনাস:** চম্বল নদীর একটি উপনদী, যা আরাবল্লীর খামনোর পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
- **সাহিবী:** একটি ঋতুভিত্তিক নদী যা রাজস্থান ও হরিয়ানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- **সবরমতী:** আরাবল্লীর উদয়পুর জেলায় উৎপন্ন হয়ে খাম্বাত উপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

4.5. নতুন সিপিআই (CPI) সিরিজের বিশ্লেষণ: ২০১২ থেকে ২০২৪

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক (MoSPI) ২০২৪-কে **ভিত্তি বছর** (Base Year) ধরে নতুন **ভোক্তা মূল্য সূচক** (Consumer Price Index - CPI) সিরিজের অধীনে খুচরা মূল্যস্ফীতির প্রথম তথ্য প্রকাশ করেছে। এই বড় ধরণের পরিসংখ্যানগত পরিবর্তনটি এক দশকের পুরনো ২০১২-র সিরিজের জায়গা নিয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক ভারতের ব্যয়ের ধরণকে সঠিকভাবে তুলে ধরা, যেখানে মানুষ এখন পরিষেবা ও ডিজিটাল পণ্যে বেশি খরচ করছে এবং খাদ্যের পেছনে ব্যয়ের অনুপাত তুলনামূলকভাবে কমেছে।

নতুন সিপিআই (CPI) সিরিজ (ভিত্তি ২০২৪)

১. ভিত্তি বছর এবং তথ্যের উৎসের পরিবর্তন

- **নতুন ভিত্তি বছর:** ভিত্তি বছরটি আনুষ্ঠানিকভাবে **২০১২ থেকে ২০২৪**-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
- **তথ্যের প্রধান উৎস:** নতুন সিরিজের গুরুত্ব বা ওয়েট নির্ধারণ করা হয়েছে **পারিবারিক ভোগ ব্যয় সমীক্ষা** (HCES) **২০২৩-২৪** থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

২. আন্তর্জাতিক কাঠামোর (COICOP 2018) গ্রহণ

নতুন সিরিজটি পুরনো ৬টি বড় গ্রুপের পরিবর্তে রাষ্ট্রসংঘের COICOP 2018 (উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত ভোগের শ্রেণীবিন্যাস) কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে **১২টি বিভাগে** বিভক্ত করা হয়েছে। এই পরিবর্তন ভারতের মূল্যস্ফীতির তথ্যকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে।

৩. পণ্য তালিকায় পরিবর্তন

- **পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি:** পণ্য তালিকায় মোট পণ্যের সংখ্যা **২৯৯ থেকে বাড়িয়ে ৩৫৮** করা হয়েছে।
- **নতুন সংযোজন:** আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন হিসেবে এখন এই তালিকায় **গ্রামীণ বাড়ির ভাড়া, অনলাইন স্ট্রিমিং পরিষেবা, বেবিসিটার** (শিশুদের দেখাশোনাকারী), **ব্যায়ামের সরঞ্জাম, পেন-ড্রাইভ** এবং **ভ্যালু-অ্যাডেড দুগ্ধজাত পণ্য** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **বাদ পড়া পণ্য:** অপ্রচলিত পণ্য যেমন **ভিসিআর/ভিসিডি প্লেয়ার, রেডিও, টেপ রেকর্ডার** এবং **সিডি/ডিভিডি** তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. গুরুত্ব বা ওয়েটেজ-এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন

অর্থনৈতিক নীতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো বিভিন্ন খাতের গুরুত্বের পুনর্নির্ধারণ:

বিভাগ	পুরনো গুরুত্ব (২০১২ ভিত্তি)	নতুন গুরুত্ব (২০২৪ ভিত্তি)
খাদ্য ও পানীয়	~৪৫.৮৬%	**~৩৬.৭৫%**
গৃহনির্মাণ ও ইউটিলিটি	~১০.০৭%	**~১৭.৬৭%**
পরিবহন ও যোগাযোগ	~৮.৫৯%	**~১২.৪১%**

দ্রষ্টব্য: খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব কমানোর ফলে মূল মূল্যস্ফীতির (Headline Inflation) অস্থিরতা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ খাদ্যের দাম ঋতুভেদে দ্রুত পরিবর্তিত হয়।

Q : সম্প্রতি প্রবর্তিত নতুন ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) সিরিজ (ভিত্তি ২০২৪) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব তুলে ধরতে সিপিআই বাস্কেটে 'খাদ্য ও পানীয়'-এর গুরুত্ব (weightage) বাড়ানো হয়েছে।
2. নতুন সিরিজটি COICOP 2018 কাঠামো গ্রহণ করেছে, যার ফলে শ্রেণীবিন্যাস বিভাগ ছয়টি থেকে বেড়ে বারোটি হয়েছে।
3. প্রথমবারের মতো এই সূচকে গ্রামীণ বাড়ির ভাড়াকে একটি উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 2

(b) কেবল 2 এবং 3

(c) কেবল 1 এবং 3

(d) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: (b)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** 'খাদ্য ও পানীয়'-এর গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৪৫.৮৬% থেকে **কমিয়ে ৩৬.৭৫%** করা হয়েছে। কারণ সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১২-র তুলনায় ভারতীয়দের আয়ের একটি ছোট অংশ এখন খাবারের পেছনে ব্যয় হয়।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** নতুন সিরিজটি রাষ্ট্রসংঘের COICOP 2018 মান মেনে চলে এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য বিভাগ বাড়িয়ে **১২টি** করা হয়েছে।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** গ্রামীণ ভারতের পরিবর্তিত ব্যয়ের ধরণ বুঝতে ২০২৪-এর সিরিজে প্রথমবারের মতো **গ্রামীণ বাড়ির ভাড়া** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি

5.1. ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণা

প্রেক্ষাপট

কেন্দ্রীয় বাজেট **২০২৬-২৭**-এ মহাকাশ বিভাগের জন্য **১৩,৪১৬.২০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো **গভীর মহাকাশ অভিযান, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান (Astrophysics)** এবং বড় টেলিস্কোপ অবকাঠামো তৈরি করা। এটি ভারতের মৌলিক বিজ্ঞান সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদেশি মানমন্দিরের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর একটি কৌশলগত পদক্ষেপ।

প্রধান বাজেট ঘোষণা এবং অবকাঠামো

উদ্যোগ	অবস্থান	তাৎপর্য
৩০-মিটার ন্যাশনাল লার্জ অপটিক্যাল-ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ (NLOT)	ভারত (স্থান নির্ধারণের কাজ চলছে)	এটি ভারতকে অপটিক্যাল জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশ্বসেরাদের কাতারে নিয়ে যাবে।
ন্যাশনাল লার্জ সোলার টেলিস্কোপ (NLST)	প্যানগং লেকের কাছে, **লাদাখ**	উচ্চ-রেজোলিউশনের সূর্য গবেষণা এবং মহাকাশ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে সাহায্য করবে।
হিমালয়ান চন্দ্র টেলিস্কোপ (HCT)	হানলে, **লাদাখ**	নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Control system) আধুনিকীকরণ।
COSMOS-2 **প্ল্যানেটোরিয়াম**	অমরাবতী, **অন্ধ্রপ্রদেশ**	সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার।
জায়ান্ট মেট্রেওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ (GMRT)	পুনের কাছে	বিশ্বের বৃহত্তম নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও টেলিস্কোপ অ্যারে।

ভারতের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **তহবিলের অপব্যবহার:** প্রকৃত ব্যয় প্রায়ই বাজেট বরাদ্দের চেয়ে কম হয়, যার ফলে **প্রকল্পে বিলম্ব** ঘটে।
- **বিদেশি সুবিধার ওপর নির্ভরশীলতা:** নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোর জন্য ভারত বিদেশের ওপর নির্ভরশীল:
  - উচ্চ-রেজোলিউশন অপটিক্যাল জ্যোতির্বিজ্ঞান।
  - উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও পর্যবেক্ষণ।
  - **সাব-মিলিমিটার জ্যোতির্বিজ্ঞান** (এই রেঞ্জে ভারতের কোনো টেলিস্কোপ নেই)।
- **আন্তর্জাতিক টেলিস্কোপে সীমিত প্রবেশাধিকার:** বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব গবেষকদের বেশি অগ্রাধিকার দেয়।
- **প্রশাসনিক বাধা:** বিদেশে টেলিস্কোপের সময়ের অংশীদারিত্ব কেনার মতো উদ্ভাবনী মডেলে আমলাতান্ত্রিক অনীহা।
- **মেধা পাচার (Brain drain):** ভারতে উন্নত গবেষণাগার বা সুবিধার অভাবে দক্ষ বিজ্ঞানীরা বিদেশে চলে যাচ্ছেন।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

শুধুমাত্র **আমেরিকা, চীন, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন** জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং মহাকাশ ও ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত টেলিস্কোপগুলোর ক্রমাগত আধুনিকীকরণ করে চলেছে।

কৌশলগত লক্ষ্য

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান মেগা সায়েন্স ভিশন ২০৩৫

এর অধীনে প্রস্তাবিত বিষয়গুলো হলো:

- **সাব-মিলিমিটার টেলিস্কোপ** (প্রক্রিয়াধীন)।
- **পরবর্তী প্রজন্মের মানমন্দির** (Next-generation observatories)।
- **এআই (AI) চালিত ডেটা প্রসেসিং কেন্দ্র**।

প্রশ্ন: ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ গবেষণা ব্যবস্থা সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. জায়ান্ট মেট্রেওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ (GMRT) হলো বিশ্বের বৃহত্তম নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও টেলিস্কোপ অ্যারে।
2. ভারতের বর্তমানে একটি সম্পূর্ণ সচল সাব-মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের টেলিস্কোপ রয়েছে।
3. ন্যাশনাল লার্জ সোলার টেলিস্কোপ লাদাখের প্যানগং লেকের কাছে স্থাপন করা হচ্ছে।
4. মহাকাশ খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে IN-SPACe প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ওপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক?

(a) কেবল 1, 3 এবং 4

(b) কেবল 1 এবং 2

(c) কেবল 2, 3 এবং 4

(d) 1, 2, 3 এবং 4

সঠিক উত্তর: (a)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 সঠিক:** পুনের কাছে অবস্থিত GMRT বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ অ্যারে যা নিম্ন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে। এটি পালসার এবং গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **বিবৃতি 2 সঠিক নয়:** ভারতের বর্তমানে কোনো **সাব-মিলিমিটার** টেলিস্কোপ নেই। এটি ২০৩৫ ভিশনের অধীনে কেবল প্রস্তাবিত পর্যায়ে রয়েছে। তাই এই বিবৃতিটি ভুল।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** বাজেট ২০২৬-২৭-এ লাদাখের **প্যানগং লেকের** কাছে সৌর গবেষণার জন্য এই টেলিস্কোপ নির্মাণের তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **বিবৃতি 4 সঠিক:** মহাকাশ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে ২০২০ সালে IN-SPACe প্রতিষ্ঠা করা হয়।

5.2. কিম্বার্লে প্রসেস

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি কিম্বার্লে প্রসেস (KP) পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (Plenary) নির্বাচনের মাধ্যমে **২০২৬ সালের জন্য ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে কিম্বার্লে প্রসেসের সভাপতিত্ব** গ্রহণ করেছে। এটি নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ভারতকে এই বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হলো (এর আগে ২০০৮ এবং ২০১৯ সালে ভারত এই দায়িত্ব পালন করেছিল)।

কিম্বার্লে প্রসেস (KP) সম্পর্কে

কিম্বার্লে প্রসেস হলো একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা যা মূলধারার অপরিশোধিত হীরার বাজারে **"সংঘাত হীরা"** (Conflict Diamonds) বা রক্ত হীরা প্রবেশ রোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

১. *সংঘাত হীরা (Conflict Diamonds) সম্পর্কে ধারণা*

- **সংজ্ঞা:** সংঘাত হীরা, যা **"ব্লাড ডায়মন্ড"** বা রক্ত হীরা নামেও পরিচিত, হলো এমন অপরিশোধিত হীরা যা বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা তাদের সহযোগীরা বৈধ সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংঘাতের অর্থায়নে ব্যবহার করে।
- **রাষ্ট্রসংঘের যোগসূত্র:** এই সংজ্ঞাটি কঠোরভাবে **রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের** (UNSC) প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।
- **ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা:** বর্তমানে কিম্বার্লে প্রসেসের আওতা শুধুমাত্র সেই হীরাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ যা **বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি** সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে; এটি রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন বা পরিবেশগত ক্ষতির সাথে যুক্ত হীরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কভার করে না (যা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক বিতর্কের বিষয়)।

২. *কিম্বার্লে প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিম (KPCS)*

- **শুরু:** এটি দক্ষিণ আফ্রিকায় কিম্বার্লে প্রসেস মিটিং এবং "ইন্টারলাকেন ঘোষণা"-র পর **২০০৩** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- **মূল উদ্দেশ্য:** এটি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা নয়, বরং একটি **স্বেচ্ছামূলক শংসাপত্র ব্যবস্থা** যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জাতীয় আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।
- **মূল প্রয়োজনীয়তা:**
  - **ছেঁড়াবেড়া করা যায় না এমন কন্টেইনার:** অপরিশোধিত হীরার প্রতিটি চালান অবশ্যই এমন কন্টেইনারে পরিবহন করতে হবে যা খোলা বা পরিবর্তন করা যায় না (Tamper-proof)।
  - **বৈধ শংসাপত্র:** প্রতিটি চালানের সাথে সরকার কর্তৃক যাচাইকৃত একটি **কিম্বার্লে প্রসেস সার্টিফিকেট** থাকতে হবে।
  - **সীমাবদ্ধ বাণিজ্য:** অংশগ্রহণকারী দেশগুলো শুধুমাত্র কিম্বার্লে প্রসেসের অন্যান্য সদস্যদের সাথেই অপরিশোধিত হীরা বাণিজ্য করতে পারে।

৩. *ত্রিপক্ষীয় কাঠামো*

কিম্বার্লে প্রসেস অনন্য কারণ এটি একটি **ত্রিপক্ষীয় জোট** হিসেবে কাজ করে যার মধ্যে রয়েছে:

- **সরকারসমূহ:** বর্তমানে ৬০ জন অংশগ্রহণকারী রয়েছে (যা **৮৬টি দেশের** প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি অংশগ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হয়)।
- **হীরা শিল্প:** যার প্রতিনিধিত্ব করে **ওয়ার্ল্ড ডায়মন্ড কাউন্সিল** (WDC)।
- **সুশীল সমাজ:** বিভিন্ন এনজিও (NGO) যেমন 'কিম্বার্লে প্রসেস সিভিল সোসাইটি কোয়ালিশন' এর প্রতিনিধিত্ব করে।

৪. *পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ*

- **সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত** (Consensus-Based): কিম্বার্লে প্রসেসের সমস্ত সিদ্ধান্ত **সর্বসম্মতিক্রমে** নেওয়া হয়, যার অর্থ হলো যে কোনো একজন অংশগ্রহণকারী সদস্য চাইলে যে কোনো প্রস্তাবে ভেটো দিতে পারেন (বাতিল করতে পারেন)। এর ফলে বড় উৎপাদকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে প্রায়ই অচলাবস্থা তৈরি হয়।
- **আবর্তনশীল সভাপতি:** সভাপতির পদটি প্রতি বছর আবর্তিত হয়; সাধারণত বর্তমান বছরের সহ-সভাপতি পরবর্তী বছর সভাপতি হন।

৫. *কিম্বার্লে প্রসেস এবং ভারত*

- **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:** ভারত কিম্বার্লে প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিমের (KPCS) একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
- **নোডাল সংস্থা:** **বাণিজ্য বিভাগ** (Department of Commerce) হলো প্রধান বিভাগ এবং **জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল** (GJEPC) হলো শংসাপত্র প্রদানের জন্য মনোনীত কর্তৃপক্ষ।
- **কৌশলগত গুরুত্ব:** ভারত বিশ্বের প্রায় **৯০%** অপরিশোধিত হীরা প্রক্রিয়াজাতকরণ (কাটিং এবং পলিশিং) করে, যা প্রধানত সুরাট এবং মুম্বাইয়ে হয়।
- **২০২৬ সালের সভাপতির লক্ষ্য:** ভারত ডিজিটাল ট্র্যাকিং (ব্লকচেইন), নিয়মকানুন পালন জোরদার করা এবং আফ্রিকার হীরা উৎপাদনকারী দেশগুলোর (গ্লোবাল সাউথ) স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

প্রশ্ন: কিম্বার্লে প্রসেস (KP) এর প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) অধীনে স্বাক্ষরিত একটি আইনত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি।
2. কিম্বার্লে প্রসেসের সিদ্ধান্তগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের পরিবর্তে সর্বসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে নেওয়া হয়।
3. কিম্বার্লে প্রসেসের বর্তমান আওতায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হরাগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়।
4. ভারত হলো কিম্বার্লে প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিমের স্থায়ী সচিবালয় (Permanent Secretariat) আয়োজক দেশ।

উপরের কয়টি বিবৃতি সঠিক?

a) মাত্র একটি

b) মাত্র দুটি

c) মাত্র তিনটি

d) চারটিই সঠিক

সঠিক উত্তর: খ (মাত্র দুটি)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** এটি কোনো আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তি নয়; এটি একটি স্বেচ্ছামূলক শংসাপত্র ব্যবস্থা যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নিজস্ব আইনের মাধ্যমে চলে। এটি WTO নয়, বরং রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** সিদ্ধান্তগুলো প্রকৃতপক্ষে **সর্বসম্মতিক্রমে** নেওয়া হয়, যা একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য তবে এর ফলে কাজে দেরি হতে পারে।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** কিম্বার্লে প্রসেসে "সংঘাত হীরা"-র সংজ্ঞা খুব সংকীর্ণ; এটি বিশেষভাবে **বিদ্রোহী গোষ্ঠী** কর্তৃক বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হীরাকে বোঝায়। এটি বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালিত মানবাধিকার লঙ্ঘনকে অন্তর্ভুক্ত করে না।
- **বিবৃতি 4 ভুল:** ভারতে কিম্বার্লে প্রসেসের কোনো স্থায়ী সচিবালয় নেই। ২০২২ সালে সদস্যরা বতসোয়ানার **গ্যাবোরোনে** (Gaborone) একটি স্থায়ী সচিবালয় স্থাপনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

5.3. HbA1c (গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন) টেস্ট

প্রেক্ষাপট

ভারতের ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞরা ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র HbA1c পরীক্ষার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল না হওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতে ব্যাপক হারে দেখা দেওয়া **রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া), আয়রনের অভাব** এবং বংশগত রক্তাল্পতা জনিত রোগগুলো এই পরীক্ষার ফলে ভুল প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের ১০ কোটিরও বেশি ডায়াবেটিস রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁরা একটি সমন্বিত পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছেন—যেখানে HbA1c-এর সাথে OGTT এবং **কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং** (CGM) ব্যবহার করা হবে।

HbA1c (গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন) টেস্ট সম্পর্কে

রক্তে শর্করার দীর্ঘমেয়াদী নিয়ন্ত্রণ মূল্যায়নের জন্য HbA1c টেস্টকে দীর্ঘদিন ধরে **"গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড"** বা সেরা মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১. HbA1c কী?

- **সংজ্ঞা:** HbA1c-এর পূর্ণরূপ হলো **গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন**। রক্তের গ্লুকোজ (চিনি) যখন লোহিত রক্তকণিকায় (RBC) থাকা **হিমোগ্লোবিন** নামক প্রোটিনের সাথে লেগে যায়, তখন এটি তৈরি হয়। হিমোগ্লোবিনের কাজ হলো শরীরের কোষে অক্সিজেন বহন করা।
- **প্রক্রিয়া:** হিমোগ্লোবিনের সাথে গ্লুকোজ যুক্ত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে **গ্লাইকেশন** বলা হয়। রক্তে চিনির পরিমাণ যত বেশি হবে, হিমোগ্লোবিনের গ্লাইকেটেড হওয়ার শতাংশ তত বাড়বে।
- **সময়সীমা:** লোহিত রক্তকণিকা সাধারণত গড়ে প্রায় **১২০ দিন (৩ থেকে ৪ মাস)** বেঁচে থাকে। তাই HbA1c টেস্ট গত **৮ থেকে ১২ সপ্তাহের** গড় রক্ত শর্করার মাত্রা প্রতিফলিত করে।

২. প্র চলিত টেস্টগুলোর তুলনায় সুবিধা

- **স্থিতিশীলতা:** ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ (FPG) বা খাবার পরবর্তী (PP) টেস্টের মতো HbA1c সাম্প্রতিক খাবার, শারীরিক পরিশ্রম বা স্বল্পমেয়াদী মানসিক চাপের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- **সুবিধা:** এই পরীক্ষাটি দিনের যে কোনো সময় করা যায় এবং এর জন্য **খালি পেটে থাকার (ফাস্টিং) প্রয়োজন নেই**।
- **জটিলতার সাথে সম্পর্ক:** উচ্চ HbA1c মাত্রার সাথে দীর্ঘমেয়াদী ডায়াবেটিক জটিলতা যেমন— **রেটিনোপ্যাথি** (চোখের ক্ষতি), **নেফ্রোপ্যাথি** (কিডনি রোগ), এবং **নিউরোপ্যাথি** (স্নায়ুর ক্ষতি)-র সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে।

৩. ফলাফলের ব্যাখ্যা

ফলাফল সাধারণত শতাংশ (%) হিসেবে দেওয়া হয়। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন (ADA) এবং WHO-এর মতে:

ফলাফলের সীমা	শ্রেণীবিভাগ
৫.৭% এর নিচে	**স্বাভাবিক (Normal)**
৫.৭% থেকে ৬.৪%	**প্রি-ডায়াবেটিস (Prediabetes)**
৬.৫% বা তার বেশি	**ডায়াবেটিস (Diabetes)**

৪. সীমাবদ্ধতা এবং নির্ভুলতাকে প্রভাবিতকারী কারণ

বেশ কিছু শারীরিক কারণে এই পরীক্ষার ফলাফল ভুলভাবে বেশি বা কম আসতে পারে:

- **লোহিত রক্তকণিকার আয়ু:** যে কোনো অবস্থা যা লোহিত রক্তকণিকার (RBC) আয়ু পরিবর্তন করে (যেমন নির্দিষ্ট কিছু রক্তাল্পতা), তা ফলাফল বদলে দিতে পারে।
- **রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া):** শরীরে আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতা থাকলে HbA1c-এর মান **ভুলভাবে বেশি** আসতে পারে।
- **রক্তের ব্যাধি:** হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি যেমন— **সিকল সেল ডিজিজ** বা **থ্যালাসেমিয়া** গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন পরিমাপে বাধা সৃষ্টি করে।
- **অন্যান্য অবস্থা:** কিডনি বিকল হওয়া, লিভারের রোগ, গর্ভাবস্থা (বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইমেস্টার) এবং সাম্প্রতিক রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion) ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন: ডায়াবেটিস নির্ণয়ে ব্যবহৃত HbA1c (গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন) টেস্টের প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই পরীক্ষাটি লোহিত রক্তকণিকার পরিবর্তে রক্তরসে (Plasma) লেগে থাকা গ্লুকোজ পরিমাপের মাধ্যমে গড় গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করে।
2. ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট (OGTT)-এর মতো HbA1c টেস্টের জন্য রোগীকে খালি পেটে থাকার প্রয়োজন হয় না।
3. আয়রনের অভাবজনিত রক্তাল্পতা এবং থ্যালাসেমিয়ার মতো অবস্থাগুলো HbA1c টেস্টের ভুল ফলাফল দিতে পারে।

উপরের কয়টি বিবৃতি সঠিক?

a) মাত্র একটি

b) মাত্র দুটি

c) তিনটিই সঠিক

d) কোনোটিই নয়

সমাধান:

সঠিক উত্তর: (b) (মাত্র দুটি)

- **বিবৃতি 1 ভুল:** HbA1c টেস্ট লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে থাকা **হিমোগ্লোবিনের** সাথে যুক্ত গ্লুকোজের শতাংশ পরিমাপ করে, রক্তরসের গ্লুকোজ নয়।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** HbA1c-এর অন্যতম সুবিধা হলো এটি ৩ মাসের গড় প্রতিফলিত করে এবং সাম্প্রতিক খাবার গ্রহণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাই খালি পেটে থাকার প্রয়োজন নেই।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ, গঠন বা আয়ুষ্কালকে প্রভাবিত করে এমন যে কোনো অবস্থা (যেমন রক্তাল্পতা বা থ্যালাসেমিয়া) গ্লাইকেশনের শতাংশকে ওলটপালট করে দিতে পারে, যার ফলে ভুল ফলাফল আসে।

5.4. অণুজীবের সমন্বয়ের বিজ্ঞান বুঝতে পারা

প্রেক্ষাপট

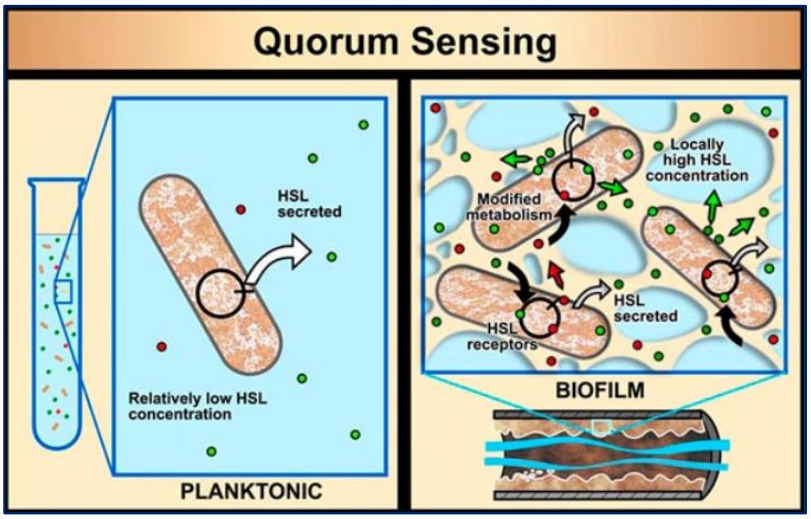

সম্প্রতি, বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISc)-এ এক বক্তৃতায় বিখ্যাত আণবিক জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক **বনি বাসলার** তুলে ধরেছেন কীভাবে ব্যাকটেরিয়া একটি **"রাসায়নিক ভাষা"** ব্যবহার করে তাদের সম্মিলিত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই বিশেষ পদ্ধতিটি **'কোরাম সেন্সিং' (Quorum Sensing)** নামে পরিচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে **"অ্যান্টি-কোরাম সেন্সিং"** থেরাপি তৈরির জন্য। এই থেরাপির লক্ষ্য হলো প্রথাগত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করেই ব্যাকটেরিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে **কলেরার** মতো সংক্রমণ নিরাময় করা। এটি বিশ্বজুড়ে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বা **অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী (AMR)** সংকটের একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার যোগাযোগ (কোরাম সেন্সিং) সম্পর্কে আরও তথ্য

১. কোরাম সেন্সিং কী?

- **সংজ্ঞা:** এটি কোষ থেকে কোষে যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া তাদের **জনসংখ্যার ঘনত্ব** সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদান করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের জিনের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে।
- **সম্মিলিত আচরণ:** এটি এককোষী জীবদের একটি বহুকোষী সত্তার মতো কাজ করতে সক্ষম করে। এর ফলে বিষাক্ত পদার্থ তৈরির মতো শক্তি-সাশ্রয়ী কাজগুলো তখনই করা হয় যখন হোস্টের (আক্রান্ত প্রাণী বা মানুষ) রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পরাস্ত করার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যায় ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকে।

২. **যোগাযোগের কৌশল** ব্যাকটেরিয়ার এই যোগাযোগ **'অটো-ইনডিউসার'** (Autoinducers) নামক সংকেত প্রদানকারী রাসায়নিক অণুর উৎপাদন ও শনাক্তকরণের ওপর নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়াটি চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

- **উৎপাদন:** ব্যাকটেরিয়া অনবরত খুব অল্প পরিমাণে অটো-ইনডিউসার অণু তৈরি করে।
- **সঞ্চয়:** ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশে এই অণুগুলোর ঘনত্ব বাড়তে থাকে।
- **শনাক্তকরণ:** যখন এই ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট সীমায় (একটি "কোরাম" বা প্রয়োজনীয় সংখ্যায়) পৌঁছায়, তখন অণুগুলো ব্যাকটেরিয়া কোষের ভেতরে বা উপরে থাকা সংগ্রাহকের (Receptors) সাথে যুক্ত হয়।
- **প্রতিক্রিয়া:** এই মিলন পুরো ব্যাকটেরিয়ার দলটির মধ্যে জিনের কার্যকারিতায় একটি সুসংগত পরিবর্তন ঘটায়।

৩. **কোরাম সেন্সিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ**

- **বিষাক্ততা (Virulence):** ক্ষতিকারক বিষ নিঃসরণ (যেমন- ভিব্রিও কলেরি বা কলেরার জীবাণু)।
- **বায়োফিল্ম গঠন:** দাঁত বা চিকিৎসার সরঞ্জামের ওপর আঠালো ও প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করা, যা তাদের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী করে তোলে।
- **জৈব-দ্যুতি (Bioluminescence):** উচ্চ ঘনত্বের প্রতিক্রিয়ায় আলো তৈরি করা (যেমন- হাওয়াইয়ান ববটেইল স্কুইডের সাথে সহাবস্থানে থাকা ভিব্রিও ফিশেরি ব্যাকটেরিয়া)।

৪. **কোরাম কোয়েনচিং : চিকিৎসার ভবিষ্যৎ**

- **ধারণা:** অ্যান্টিবায়োটিকের মতো সরাসরি ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলার পরিবর্তে, **কোরাম কোয়েনচিং** তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে তাদের "নীরব" করে দেওয়ার ওপর মনোযোগ দেয়।

Q. অণুজীবের ক্ষেত্রে 'কোরাম সেন্সিং' কথাটি নিচের কোনটির সঠিক বর্ণনা দেয়?

(a) এটি অযৌন জননের একটি পদ্ধতি যেখানে ব্যাকটেরিয়া একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা বজায় রাখতে ধ্রুবক হারে বিভক্ত হয়।

(b) এটি ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল একটি রাসায়নিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যা ব্যাকটেরিয়া তাদের সম্মিলিত আচরণ সমন্বয় করতে ব্যবহার করে।

(c) এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া তাদের পরিবেশে পুষ্টির উচ্চ ঘনত্ব শনাক্ত করে সেই দিকে এগিয়ে যায়।

(d) এটি একটি বেঁচে থাকার কৌশল যেখানে ব্যাকটেরিয়া চরম পরিবেশগত চাপ সহ্য করার জন্য সুপ্ত অবস্থায় চলে যায়।

সঠিক উত্তর: (b)

ব্যাখ্যা:

কোরাম সেন্সিং দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়: এটি **ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল** (এটি তখনই কাজ করে যখন ব্যাকটেরিয়ার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বা "কোরাম" পূর্ণ হয়) এবং এটি বায়োফিল্ম গঠন বা বিষ নিঃসরণের মতো **সম্মিলিত কাজ** সমন্বয় করতে **রাসায়নিক সংকেত** (অটো-ইনডিউসার) ব্যবহার করে।

5.5. ১১৪টি রাফায়েল এবং P-8I বিমানের জন্য ডিএসি (DAC)-এর অনুমোদন

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে **প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ** (Defence Acquisition Council - DAC), প্রায় **৩.৬০ লক্ষ কোটি টাকার** মূলধনী ক্রয়ের প্রস্তাবের জন্য **প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি** (Acceptance of Necessity - AoN) প্রদান করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুমোদনের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য **১১৪টি মাল্টি-রোল ফাইটার এয়ারক্রাফট** (MRFA), বিশেষ করে **রাফায়েল** সংগ্রহ এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত **ছয়টি বোয়িং P-8I পসেইডন** দূরপাল্লার সামুদ্রিক নজরদারি **বিমান** সংগ্রহ।

১. ১১৪টি রাফায়েল (MRFA) প্রকল্প

- **কার্যকরী প্রয়োজন:** ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) বর্তমানে প্রায় **২৯-৩০টি স্কোয়াড্রন** পরিচালনা করছে, যা অনুমোদিত **৪২টি স্কোয়াড্রনের** শক্তির তুলনায় অনেক কম।
- **সংগ্রহের মডেল:** ১১৪টি জেটের মধ্যে প্রায় **১৮টি ফ্রান্স থেকে সরাসরি উড্ডয়নযোগ্য অবস্থায়** আসবে, বাকি **৯৬টি ভারত ও ফ্রান্সের (ডাসল্ট এভিয়েশন এবং ভারতীয় অংশীদার HAL/বেসরকারি খাতের) সহযোগিতায় ভারতে তৈরি করা হবে।**
- **দেশীয় উপাদান:** এই চুক্তিতে প্রায় **৫০-৬০% দেশীয়** উপাদানের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা **'আত্মনির্ভর ভারত'** উদ্যোগকে সমর্থন করে।
- **ক্ষমতা:** রাফায়েল হলো একটি **৪.৫-প্রজন্মের "অমনি-রোল"** (সব ধরণের ভূমিকায় সক্ষম) **বিমান**, যা **মিটিওর** (দৃষ্টিসীমার বাইরের আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য), **স্কাল্প** (ক্রুজ মিসাইল) এবং **মাইকা** (MICA) মিসাইল সিস্টেমে সজ্জিত।

২. P-8I পসেইডন সামুদ্রিক বিমান

- **কাজ:** P-8I হলো একটি দূরপাল্লার সামুদ্রিক নজরদারি এবং **সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধ** (Anti-Submarine Warfare - ASW) বিমান।
- **প্রস্তুতকারক:** এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **বোয়িং (Boeing)** কোম্পানি তৈরি করে এবং এটি মার্কিন নৌবাহিনীতে ব্যবহৃত P-8A পসেইডন-এর একটি সংস্করণ।
- **সরঞ্জাম:** এতে একটি **ম্যাগনেটিক অ্যানোমালি ডিটেক্টর (MAD)** (বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্করণের জন্য), এজিএম-৮৪ হারপুন জাহাজ-বিরোধী মিসাইল এবং এমকে-৫৪ হালকা ওজনের টর্পেডো রয়েছে।
- **কৌশলগত ভূমিকা:** এই **বিমানগুলো** ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (IOR) নজরদারি, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ এবং শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ট্র্যাক করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম।

৩. প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ (DAC)

- **কর্তৃপক্ষ:** নতুন সামরিক সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হলো এই ডিএসি (DAC)।
- **গঠন:** এটি **কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর** সভাপতিত্বে গঠিত হয় এবং এতে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (CDS) এবং তিন বাহিনীর প্রধানরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।
- **AoN ধাপ: প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি** (Acceptance of Necessity - AoN) হলো প্রাথমিক আইনি ধাপ। এর মানে এই নয় যে চুক্তি সই হয়ে গেছে, বরং এটি ইঙ্গিত দেয় যে সরকার একমত হয়েছে যে এই সরঞ্জামগুলো একটি **প্রয়োজন**।

Q: প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ (DAC)-এর সাম্প্রতিক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. ডিএসি (DAC) দ্বারা প্রদত্ত 'প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি' (AoN) চূড়ান্ত আর্থিক ছাড়পত্র এবং ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরকে বোঝায়।
2. P-8I বিমানটি একটি বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম যা মূলত দূরপাল্লার সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধ এবং সামুদ্রিক নজরদারির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
3. ১১৪টি রাফায়েলের বর্তমান MRFA প্রস্তাবের অধীনে, অধিকাংশ বিমান ভারতেই তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

(a) কেবল 1 এবং 2

(b) কেবল 2 এবং 3

(c) কেবল 1 এবং 3

(d) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: (b)

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** AoN হলো সংগ্রহের প্রক্রিয়ার **প্রথম ধাপ** মাত্র। চূড়ান্ত আর্থিক অনুমোদন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে **নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি** (CCS) খরচ আলোচনার পর প্রদান করে।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** P-8I পসেইডন প্রকৃতপক্ষে **সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধ** (ASW) এবং সামুদ্রিক নজরদারির জন্য একটি বিশেষ বিমান।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** ১১৪টি জেটের MRFA চুক্তির একটি প্রধান দিক হলো **দেশীয়করণ**, যেখানে ৯৬টি জেট দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

6.1. নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি ১৯ শতকের অযোধ্যার নবাব **ওয়াজিদ আলী শাহ** নতুন করে আলোচনায় এসেছেন। তাঁর প্রপৌত্রের লেখা একটি নতুন জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, যা দীর্ঘদিনের প্রচলিত ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রচলিত ইতিহাসে বলা হয় যে ব্রিটিশরা তাঁকে জোরপূর্বক **কলকাতায়** "নির্বাসিত" করেছিল। তবে এই বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে, নবাব নিজের ইচ্ছায় কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল লণ্ডনে গিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে তাঁর রাজ্য দখলের বিরুদ্ধে আবেদন জানানো, কিন্তু ব্রিটিশরা শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা **ব্যর্থ** করে দেয়।

নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

১. অযোধ্যার দশম এবং শেষ নবাব

- ওয়াজিদ আলী শাহ ১৮৪৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (EIC) অযোধ্যাকে একটি **বাফার স্টেট** (দুই শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র) হিসেবে ব্যবহার করত।
- ব্রিটিশরা তাঁর বিরুদ্ধে "অশাসন বা অব্যবস্থাপনার" অভিযোগ আনলেও, ঐতিহাসিক নথিপত্র অনুযায়ী তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় আইনের ভিত্তিতে **সামরিক ও বিচার ব্যবস্থায়** সংস্কার এনেছিলেন।

২. অযোধ্যা দখল (১৮৫৬)

- **অজুহাত:** ১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি লর্ড ডালহৌসি "স্বত্ববিলোপ নীতি" (Doctrine of Lapse) প্রয়োগ না করে বরং **"অশাসন"** বা কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা দখল করেন (কারণ নবাবের নিজস্ব উত্তরাধিকারী ছিল)।
- **যৌক্তিকতা:** এই সিদ্ধান্তটি মূলত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট **কর্নেল স্লিম্যান** এবং পরবর্তীতে **জেমস উট্রামের** একটি পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছিল।
- **প্রভাব:** অযোধ্যা দখল ছিল **১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের** অন্যতম প্রধান কারণ, কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকাংশ সিপাহী ছিল এই অযোধ্যা অঞ্চলের।

৩. শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক

উত্তর ভারতীয় শিল্পকলার পুনর্জাগরণ এবং পরিমার্জনে ওয়াজিদ আলী শাহের অসামান্য অবদান রয়েছে:

- **কথক:** তিনি **ঠাকুর প্রসাদ** এবং **দুর্গা প্রসাদের** শিষ্য ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কথক নাচের **লখনউ ঘরানার** উদ্ভব হয়, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **নজাকত** (আভিজাত্য/নমনীয়তা) এবং **অভিনয়**।
- **ঠুমরি:** তাঁকে শাস্ত্রীয় সংগীতের হালকা ধরন **ঠুমরির** পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি **'আখতারপিয়া'** ছদ্মনামে অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন।
- **থিয়েটার:** তিনি সংগীত ও নৃত্যের স্কুল **'পরীখানা'** প্রতিষ্ঠা করেন এবং **'রহস'** (রাসলীলা দ্বারা অনুপ্রাণিত) নামক নৃত্যনাট্যের আয়োজন করতেন।

৪. কলকাতায় উত্তরাধিকার (মেটিয়াব্রুজ)

রাজ্য হারানোর পর তিনি কলকাতার **মেটিয়াব্রুজে** চলে আসেন। সেখানে তিনি লখনউয়ের সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলেন:

- **খাবার:** বিরিয়ানিতে **আলু** যোগ করার বিষয়টি মেটিয়াব্রুজে তাঁর দরবারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে হয়েছিল বলে মনে করা হয়।
- **শখ:** তিনি বাংলায় **ঘুড়ি ওড়ানো** এবং বিরল পশু-পাখির সংগ্রহশালা (চিড়িয়াখানা) জনপ্রিয় করেছিলেন।

৫. উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

তিনি উর্দু, ফার্সি এবং ব্রজ ভাষায় একজন দক্ষ লেখক ছিলেন।

- **বানি (Bani):** সংগীত ও নৃত্যের ওপর একটি বিস্তারিত গবেষণা গ্রন্থ।
- **হুজন-ই-আখতার (Huzn-i-Akhtar):** রাজ্য হারানোর পর তাঁর মানসিক কষ্টের বিবরণ সংবলিত একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।
- **সাওয়াত-উল-কালুব (Sawat-ul-Qalub):** ৪৪,০০০-এর বেশি শ্লোক বা দ্বিপদীর একটি বিশাল সংগ্রহ।

প্রশ্ন: নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ এবং অযোধ্যা দখল প্রসঙ্গে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. নবাবের কোনো স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকায় লর্ড ডালহৌসি "স্বত্ববিলোপ নীতি" বা "ডকট্রিন অফ ল্যাপস"-এর অধীনে অযোধ্যা দখল করেন।
2. নবাব 'আখতারপিয়া' ছদ্মনামে বেশ কিছু ঠুমরি এবং সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
3. কথক নাচের লখনউ ঘরানা তাঁর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা এবং শৈল্পিক নির্দেশনায় উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছিল।

উপরের বিবৃতিগুলোর মধ্যে কোনটি/কোনগুলো সঠিক?

A) শুধুমাত্র 1 এবং 2

B) শুধুমাত্র 2 এবং 3

C) শুধুমাত্র 3

D) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: B

ব্যাখ্যা:

- **বিবৃতি 1 ভুল:** অযোধ্যা দখল করা হয়েছিল **অশাসনের** (কুশাসন) ভিত্তিতে, স্বত্ববিলোপ নীতির ভিত্তিতে নয়। কারণ ওয়াজিদ আলী শাহের একাধিক উত্তরাধিকারী (যেমন **বিরজিস কদর**) ছিল।
- **বিবৃতি 2 সঠিক:** নবাব একজন প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং সংগীত রচনার জন্য **'আখতারপিয়া'** ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** তিনি কথক নাচের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তিনি ঠাকুর ও দুর্গা প্রসাদ গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং **লখনউ ঘরানাকে** জনপ্রিয় করেন।

6.2. নীলনদ উপত্যকায় ভারতীয় শিলালিপি: লাক্সরেতামিল-ব্রাহ্মী এবং সংস্কৃত লিপি আবিষ্কার

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি, গবেষকরা মিশরের **লাক্সর** শহরের **ভ্যালি অফ দ্য কিংস** (রাজাদের উপত্যকা)-এর পাহাড় কেটে তৈরি করা সমাধিগুলোর ভেতরে ভারতীয় ভাষার প্রায় ৩০টি শিলালিপি খুঁজে পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে **তামিল ব্রাহ্মী (তামিলি)**, **প্রাকৃত** এবং **সংস্কৃত** লিপি। এই শিলালিপিগুলো খ্রিষ্টীয় **১ম থেকে ৩য় শতাব্দীর** সমসাময়িক। এগুলো রোমান আমলের নীল নদ উপত্যকার হৃৎপিণ্ডে ভারতীয় বণিক এবং পর্যটকদের গভীর উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ দেয়। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে ভারতীয়দের যাতায়াত কেবল উপকূলীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা মিশরের মূল ভূখণ্ডের অনেক ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আবিষ্কারের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রেক্ষাপট

- **স্থান:** শিলালিপিগুলো **থিবান নেক্রোপলিস** (ভ্যালি অফ দ্য কিংস)-এর ছয়টি পাহাড় কাটা সমাধিতে পাওয়া গেছে, যা একটি **ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট**।
- **অবস্থানের গুরুত্ব:** এর আগে মিশরের অধিকাংশ ভারতীয় শিলালিপি **বেরেনিক** এবং **কুসেইর আল-কাদিম**-এর মতো লোহিত সাগরের বন্দর শহরগুলোতে পাওয়া গিয়েছিল। নীল নদ উপত্যকায় এগুলো খুঁজে পাওয়ার অর্থ হলো—ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কেবল বন্দরেই থাকতেন না, বরং তারা দর্শনীয় স্থান দেখা বা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মিশরের অনেক ভেতরে ভ্রমণ করতেন।

২. প্রধান শিলালিপি এবং পাঠোদ্ধার

- **চিকাই কোররান (Cikai Korran):** এই নামটি পাঁচটি ভিন্ন সমাধিতে মোট আটবার পাওয়া গেছে।
  - **'চিকাই'** (Cikai) শব্দটি সংস্কৃত **'শিখা'** (চূড়া বা চুলের গুচ্ছ) শব্দের সাথে যুক্ত।
  - **'কোররান'** (Korran) একটি স্বতন্ত্র তামিল নাম যা **'কোররাম'** (বিজয়) শব্দ থেকে এসেছে, যা প্রায়শই দেবী **কোররাভাই**-এর সাথে যুক্ত।
- **কোপান ভারাতা কান্তান (Kopan Varata Kantan):** আরেকটি শিলালিপির অনুবাদ হলো **"কোপান এল এবং দেখল"**। এটি একই সমাধিতে পাওয়া গ্রীক লিপির লিখনশৈলীর সাথে হুবহু মিলে যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে দর্শনার্থীরা শিক্ষিত ছিলেন এবং সম্ভবত বহুভাষী ছিলেন।
- **অন্যান্য নাম:** শিলালিপিতে **চাতান (Catan)** এবং **কিরান (Kiran)**-এর মতো নামেরও উল্লেখ আছে, যা তামিল **সঙ্গম সাহিত্যে** অত্যন্ত পরিচিত।

৩. ভাষাগত এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- **দ্বিমুখী বাণিজ্য:** এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে বাণিজ্য কেবল রোমানদের ভারতে আসার একটি "একমুখী" প্রচেষ্টা ছিল না; বরং রোমান সাম্রাজ্যে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সরাসরি উপস্থিতি ছিল।
- **লিপির বৈচিত্র্য:** ২০টি শিলালিপি **তামিল ব্রাহ্মী** ভাষায় হলেও বাকিগুলো **সংস্কৃত** এবং **প্রাকৃত** ভাষায়। একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে জনৈক **ক্ষহরাত রাজার (পশ্চিমী ক্ষত্রপ)** প্রেরিত **দূত** (Envoy)-এর উল্লেখ পাওয়া গেছে, যা পশ্চিম ভারত থেকে আসা সরকারি কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক মিশনের দিকে ইঙ্গিত করে।
- **সময়কাল:** খ্রিষ্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতাব্দীর এই সময়কালটি **সঙ্গম সাহিত্য** এবং রোমান ঐতিহাসিক **টলেমি** ও **প্লিনি দ্য এল্ডার**-এর বর্ণনায় উল্লিখিত ভারত-রোমান বাণিজ্যের স্বর্ণযুগের সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

৪. তুলনামূলক সারণী: মিশর এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রাপ্ত ভারতীয় শিলালিপি

স্থানের নাম	অবস্থান	প্রধান আবিষ্কার	লিপি / ভাষা
ভ্যালি অফ দ্য কিংস	নীল নদ উপত্যকা, মিশর	সমাধির দেয়ালে খোদাই করা লিপি (চিকাই কোররান)	তামিল ব্রাহ্মী, প্রাকৃত, সংস্কৃত
বেরেনিক	লোহিত সাগর উপকূল, মিশর	মাটির পাত্রের টুকরো যেখানে 'কোররাপুমান' নাম আছে	তামিল ব্রাহ্মী
কুসেইর আল-কাদিম	লোহিত সাগর উপকূল, মিশর	মাটির আধার যেখানে 'পানাই ওরি' (দড়ির জালে রাখা পাত্র) লেখা আছে	তামিল ব্রাহ্মী
খোর রোরি (সুমহুরম)	ধোফার, ওমান	মাটির পাত্রের টুকরো যেখানে 'নানতাই কিরান' লেখা আছে	তামিল ব্রাহ্মী

Q: মিশরের ভ্যালি অফ দ্য কিংস-এ সম্প্রতি আবিষ্কৃত তামিল ব্রাহ্মী শিলালিপি সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. এই শিলালিপিগুলো মিশরের লোহিত সাগরের বন্দর শহরগুলোতে ভারতীয় বণিকদের উপস্থিতির প্রথম প্রমাণ দেয়।
2. শিলালিপিগুলোতে 'চিকাই কোররান' নামটির উল্লেখ আছে, যা সংস্কৃত এবং তামিল উভয় ভাষার প্রভাব প্রদর্শন করে।
3. ক্ষহরাত রাজবংশের একজন দূতের উল্লেখ থাকা সংস্কৃত শিলালিপিটি পশ্চিম ভারত এবং রোমান-মিশরীয় অঞ্চলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

ওপরের কোন বিবৃতিটি/বিবৃতিগুলো সঠিক?

a) কেবল 1 এবং 2

b) কেবল 2 এবং 3

c) কেবল 1 এবং 3

d) 1, 2 এবং 3

সঠিক উত্তর: (b)

সমাধান:

বিবৃতি 1 ভুল: মিশরে (বেরেনিক এবং কুসেইর আল-কাদিম-এ) ভারতীয়দের উপস্থিতির প্রমাণ ১৯৯০-এর দশক থেকেই জানা ছিল। ভ্যালি অফ দ্য কিংস-এর এই আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি উপকূলীয় বন্দর নয়, বরং মিশরের অভ্যন্তরীণ নীল নদ উপত্যকায় অবস্থিত।

বিবৃতি 2 সঠিক: 'চিকাই' শব্দটি সংস্কৃত 'শিখা' থেকে এসেছে এবং 'কোররান' একটি ধ্রুপদী তামিল নাম, যা ভ্রমণকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষাগত ঐতিহ্যের মিশ্রণ প্রমাণ করে।

বিবৃতি 3 সঠিক: গবেষকরা একজন সংস্কৃত শিলালিপি শনাক্ত করেছেন যেখানে ক্ষহরাত রাজার একজন দূত (Envoy)-এর কথা বলা হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের শাসকদের (ক্ষত্রপ) প্রতিনিধিরা মিশরে যেতেন।

6.3. 'নতুনপ্রোটোকল: জাতীয়সংগীতেরআগে 'বন্দেমাতরম' গাওয়া'

প্রেক্ষাপট

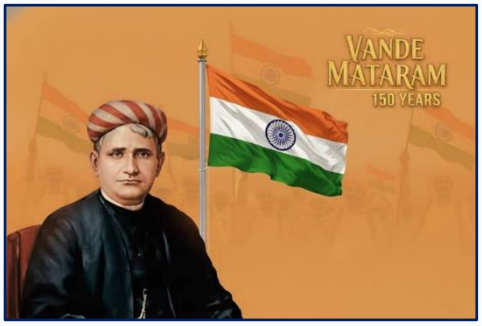

সম্প্রতি, জাতীয় সংগীত **বন্দে মাতরম**-এর প্রোটোকল বা নিয়মাবলী সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (MHA) কর্তৃক জারি করা নতুন নির্দেশিকা ঘিরে একটি নতুন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে, সরকারি অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং নাগরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে এই গানের সম্পূর্ণ **ছয়টি স্তবক** বাজাতে বা গাইতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে যখন জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় গান উভয়ই একসাথে পরিবেশন করা হবে, তখন **জনগণমন-র আগে বন্দে মাতরম গাইতে হবে।**

বন্দে মাতরম-এর ঐতিহাসিক বিবর্তন

১. রচনা ও প্রকাশনা

- **লেখক:** ১৮৭০-এর দশকে (মূলত ১৮৭৫ সালে) **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** এটি রচনা করেন।
- **ভাষা:** এটি **সংস্কৃত ও বাংলা** ভাষার মিশ্রণে লেখা।
- **সাহিত্যিক উৎস:** এটি পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস **'আনন্দমঠ'**-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা **সন্ন্যাসী বিদ্রোহের** প্রেক্ষাপটে রচিত।

২. স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা

- **১৮৯৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশন:** ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** প্রথমবার এটি প্রকাশ্যে গেয়েছিলেন।
- **১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন: বঙ্গভঙ্গ** বিরোধী আন্দোলনের সময় এটি প্রধান রণধ্বনি এবং প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হয়।
- **১৯০৭ সালে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি:** জার্মানির স্টুটগার্টে **মাদাম ভিকাজি কামা** ভারতীয় পতাকার প্রথম সংস্করণ উন্মোচন করেন, যাতে **"বন্দে মাতরম"** খোদাই করা ছিল।

সাংবিধানিক ও আইনি মর্যাদা

১. জাতীয় গান বনাম জাতীয় সংগীত

- **গ্রহণ:** ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের সভাপতি **ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ** 'জনগণমন'-কে জাতীয় সংগীত (National Anthem) এবং 'বন্দে মাতরম'-কে জাতীয় গান (National Song) হিসেবে ঘোষণা করেন।
- **মর্যাদার সমতা:** ডঃ প্রসাদ উল্লেখ করেছিলেন যে, বন্দে মাতরম-কে জনগণমন-র সমান সম্মান ও **সমান মর্যাদা** দেওয়া হবে।

২. আইনি সুরক্ষা

- **জাতীয় সংগীত (National Anthem):** এটি **'জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১'** (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) এর অধীনে স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত। জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা বা গাইতে বাধা দেওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।
- **জাতীয় গান (National Song):** সরকার একে সমান সম্মানের যোগ্য বলে মনে করলেও, ১৯৭১ সালের আইনে বা সংবিধানের **৫১ক অনুচ্ছেদে** (মৌলিক কর্তব্য) এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। অনুচ্ছেদ ৫১ক(ক)-তে শুধুমাত্র জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের কথা বলা হয়েছে।

তুলনা: জনগণমন বনাম বন্দে মাতরম

বৈশিষ্ট্য	জাতীয় সংগীত (জনগণমন)	জাতীয় গান (বন্দে মাতরম)
রচয়িতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম পরিবেশনা	১৯১১ (কংগ্রেস অধিবেশন, কলকাতা)	১৮৯৬ (কংগ্রেস অধিবেশন, কলকাতা)
অফিসিয়াল সময়সীমা	প্রায় **৫২ সেকেন্ড**	নতুন নির্দেশিকা: **৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড** (সম্পূর্ণ সংস্করণ)
আইনি আদেশ	জাতীয় সম্মানের অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা, এখনো কোনও নির্দিষ্ট দণ্ডবিধি নেই
মৌলিক কর্তব্য	অনুচ্ছেদ ৫১ক(ক)-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে	অনুচ্ছেদ ৫১ক-তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই

Q. ভারতের জাতীয় গান (National Song) এবং জাতীয় সংগীত (National Anthem) সম্পর্কে নিচের বিবৃতিগুলো বিবেচনা করুন:

1. 'বন্দে মাতরম' গানটি ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার একটি জনসভায় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন।
2. মৌলিক কর্তব্যের (অনুচ্ছেদ ৫১ক) অধীনে জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় গান উভয়কেই সম্মান করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
3. ২০২৬ সালের সর্বশেষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (MHA) নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের আগে জাতীয় গান বাজাতে হবে।

ওপরের কোন বিবৃতিটি/বিবৃতিগুলো সঠিক?

a) কেবল 1 এবং 2

b) কেবল 2 এবং 3

c) কেবল 1 এবং 3

d) 1, 2 এবং 3

উত্তর: (c)

সমাধান:

- **বিবৃতি 1 সঠিক:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম-এর সুরারোপ করেন এবং ১৮৯৬ সালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে এটি গেয়েছিলেন।
- **বিবৃতি 2 ভুল:** ভারতীয় সংবিধানের ৫১ক(ক) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের "জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত"কে সম্মান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে "জাতীয় গান"-এর কথা স্পষ্টভাবে বলা নেই।
- **বিবৃতি 3 সঠিক:** ২০২৬ সালের শুরুতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা নতুন প্রোটোকল অনুযায়ী, সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের আগে বন্দে মাতরম গাইতে হবে।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video